CMYK CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-194 ■ 23 April, 2025 ■ আগরতলা ২৩ এপ্রিল , ২০২৫ ইং ■ ৯ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জম্মু ও কাশ্মীর

পহেলগামে জঙ্গি হামলার নিশানায় পর্যটক, নিন্দা প্রধানমন্ত্রীর

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল (হি.স.)।। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে হামলা চালাল জঙ্গিরা। মঙ্গলবার দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগাম জেলার বইসরন উপত্যকায় পর্যটকদের নিশানা করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গি হামলায় ৭-৮ জন পর্যটক আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও সুরক্ষা বাহিনী। গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী।

এক মহিলা জানিয়েছে, 'আমার স্বামীর মাথায় গুলি লেগেছে, এছাড়াও আরও ৭ জন জখম হয়েছেন।' সমস্ত পর্যটকদের অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ জম্মু ও কাশ্মীরের পাহালগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন।

'এই জঘন্য হামলার পেছনে যারা রয়েছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। কেউই রেহাই পাবে না! তাদের নোংরা উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সংকল্প অটল এবং তা আরও শক্তিশালী হবে ', শ্রী মোদী আরও বলেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করেছেনঃ

'আমি জম্মু ও কাশ্মীরের পাহালগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করছি। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ক্ষতিগ্রস্তদের সবরকম সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

যারা এই জঘন্য হামলার পেছনে রয়েছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। রেহাই দেওয়া হবে না! তাদের নোংরা উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সংকল্প অটল এবং তা আরও শক্তিশালী হবে।

অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে হামলা চালাল জঙ্গিরা। মঙ্গলবার দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগাম জেলার বইসরন উপত্যকায় পর্যটকদের নিশানা করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও সুরক্ষা বাহিনী। গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লেনিনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সভায়

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মানিক সরকারে তোপ, অত্যাচারী এক জামানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। মঙ্গলবার আগরতলা টাউন হলে লেনিনের ১৫৬ তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'সারা ভারতবর্ষে আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমরা বিকল্পের সন্ধানে লড়াই করে যাচ্ছি। শক্তি কম বলে আমরা কিছু করতে পারব না, এমন ধারণা আমাদের নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'লেলিন যে সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন, প্রথম দিনেই কি তাদের পার্টি এমন অবস্থায় ছিল? আমাদেরও সংগ্রাম সংঘটিত করার চেষ্টা করছি।' মানিক সরকার বলেন, বর্তমান সরকার একটি জনবিরোধী সরকার, যা ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং সংখ্যালঘুদের পিষে মারার চেষ্টা করছে, এটি অত্যাচারী এক জমানা।তিনি অভিযোগ করেন, 'বিজেপি সংবিধান পাল্টে দিয়ে, আইনশৃঙ্খলা কুক্ষিগত করে এবং গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আক্রমণ করার জন্য ত্রিপুরাকে ল্যাব হিসেবে ব্যবহার করছে। যদি তারা এখানে সফল হয়, তবে ধীরে ধীরে দেশের অন্যান্য রাজ্যেও এই পদক্ষেপ কার্যকর করা হবে।'

মানিক সরকার বলেন, তাই বৃহত্তর সংগ্রাম করতে হবে এবং যারা জনগণের জন্য কাজ করে তাদের সাথে বৃহত্তর মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে। এদিনের আলোচনা সভায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার মহামতি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের ১৫৬ তম জন্মদিন উপলক্ষে এই বক্তব্য দেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

সীমান্তে বাংলাদেশের বাঁধ নির্মান নিয়ে

আন্তর্জাতিক নজরদারিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। আন্তর্জাতিক বিষয়ে নজরদারি না রেখে ভারত এবং ত্রিপুরা সরকার ব্যর্থতার জানান দিয়েছে।

এরফলে বর্ষায় গোটা বিলোনিয়া শহর বানভাসি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আজ সীমান্তে বাংলাদেশের বাঁধ নির্মাণ ঘিরে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, সীমান্তে বাংলাদেশের বাঁধ নির্মাণের ফলে আগামী বর্ষাতে বিলোনিয়া শহর বানভাসি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনো পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছে না। এদিন তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক বিষয়ে নজরদারি না রেখে ভারত এবং ত্রিপুরা সরকার ব্যর্থতার জানান দিয়েছে। কারণ, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে শুধু আধিকারিকরা গিয়েছেন।

তাতে কোনো কাজ হবে না। সময় থাকতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আগামীদিনে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে।

তাঁর কথায়, বর্ষার না ঢুকার আগেই গতকালকের সামান্য বৃষ্টিতে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে জল ঢুকে কোটি কোটি টাকার জীবনদায়ী ওষুধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনো হেলদোল নেই।

অতিসত্বর ত্রিপুরা সরকারকে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জন্য আবেদন জানাতে হবে।

পশ্চিম জেলার ৬টি বিদ্যালয়ের পাকা ভবনের উদ্বোধন

পাঠদানের ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে শিক্ষকদের আপডেট হতে পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। গুণগত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব না হলে শিক্ষার কোন মূল্য থাকে না। ত্রিপুরা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন। গুণগত শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। গুণগত শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাণী লক্ষীবাঈ আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণের আওতায় রাজ্যের ২,০৫৮টি স্কুলে ১,৪২,০০০ এর অধিক ছাত্রীকে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের শূন্য পদ পূরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

আজ আমতলি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পশ্চিম জেলার ৬টি বিদ্যালয়ের নতুন পাকা ভবনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন একইসঙ্গে আমতলি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন সহ ভার্চুয়াল মাধ্যমে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি, গান্ধীগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তালতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং নন্দননগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন পাকা ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রীর মানবিকতার নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। আমতলী উচ্চতর বিদ্যালয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চলাকালীন মানবিকতার বিরল নজির গড়লেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানের মঞ্চে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ড. রত্না চৌধুরী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাৎক্ষণিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, প্রিন্সিপাল মঞ্চে অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান। উপস্থিত সকলেই আতঙ্কিত হলেও, চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা নিজে সামনের সারিতে এসে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। তাঁর এই মানবিক উদ্যোগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ধরিত্রী দিবস উপলক্ষে আজ কিউ আর কোডের উন্মোচন করা হয়েছে। প্রকৃতিকে কিভাবে স্বাভাবিক রাখা যায় সেজন্য চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কারণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ঠিক না থাকলে আমাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক থেকে ২২ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই কিউ আর কোড কর্মসুচি করা হচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্যও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের ক্ষেত্রে সময়ের সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাদের আপডেট হতে পরমার্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে কোন জায়গায় খামতি রাখবে না সরকার। রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দপ্তর যেখানে যা দরকার সেটা করে যাচ্ছে। শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন না হলে কোন রাজ্য বা দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে না। স্বাধীনতার ৩৪ বছর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে বোনের আর্শিবাদ পথে মর্মান্তিক মৃত্যু ভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। বোনের বিয়ের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের উপকরণ আনতে বাজারে আসার পথে মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের। আজ দুপুরে ধলেশ্বর জয়গুরু এলাকায় ওই ঘটনার খবর দিয়েছেন দমকলবাহিনীকে। দমকলকর্মীরা ওই রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবককে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে গুরুতর আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে শ্রমিক। আজ দুপুরে বিশালগড় রাঙ্গাপানিয়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন ওই শ্রমিক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়েছিলেন হীরালাল দাস (৩৬)। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছে পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ একগুচ্ছ দাবি জানালেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করলেন রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সাংসদের দাবির মধ্যে রয়েছে আগরতলা-সাব্রুম রেলপথকে ডবল লাইনে উন্নীত করা, লামডিং-সাব্রুম পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু, সাব্রুম পর্যন্ত ইলেকট্রিক মালবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেন চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং আগরতলা-গৌহাটি রুটে 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেস' ট্রেন দ্রুত চালুর দাবি।

এছাড়াও আগরতলা থেকে জম্মু, পুরী ও গয়া পর্যন্ত এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর দ্রুত অনুমোদনের দাবি জানানো হয়েছে। আগরতলা-গৌহাটি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেন এবং অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে আগরতলা, ধর্মনগর, কুমারঘাট ও উদয়পুর স্টেশনের আধুনিকীকরণের বিষয়েও জোরালো দাবির কথা বলেন সাংসদ।

বিপ্লব দেব আরও বলেন, বাঁধারঘাট রেলস্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলা উচিত। আগরতলা-করিমগঞ্জ এবং আগরতলা-কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে এলএইচবি কোচ চালুর দাবি জানিয়ে বলেন, এই আধুনিক কোচ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাত্রী নিরাপত্তা ও আরাম আরও বাড়বে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন অমূলক, কমিশনের বক্তব্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের সময় সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত ৬,৪০,৮৭,৫৮৮ জন নির্বাচক ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটদান করে। প্রতি ঘন্টায় গড়ে ৫৮ লক্ষ ভোট পড়ে। এই গড় অনুপাত হিসেব করলে গত দুই ঘণ্টায় প্রায় ১১৬ লক্ষ নির্বাচক ভোটদান করতে পারতেন। তাই দুই ঘণ্টায় ৬৫ লক্ষ নির্বাচকের ভোটদান উল্লিখিত গড় ভোটদানের তুলনায় অনেক কম। গত ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ আইএন.সি.-কে দেওয়া জবাবে নির্বাচন কমিশন এই তথ্য পেশ করে, যা নাকি কমিশনের ওয়েবসাইটেও দেওয়া হয়েছে। তাই বারবার এসব প্রশ্ন তোলা মানে এসব তথ্যকে উপেক্ষা করা হচ্ছে বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন।

তাছাড়া, প্রতিটি পোলিং বুথে প্রার্থী রাজনৈতিক দলগুলির নিযুক্ত পোলিং এজেন্টের সামনেই ভোটদান প্রক্রিয়া চলে। পরবর্তী দিন আইএন.সি.-এর নিযুক্ত প্রার্থী বা এজেন্টরাও স্ক্রুটিনির সময় রিটার্নিং অফিসারের কাছে নির্দিষ্ট তথ্য সম্বলিত কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি।

মহারাষ্ট্র সহ সারা ভারতে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০ এবং নির্বাচক নিবন্ধন আইন ১৯৬০ অনুযায়ী ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি নির্বাচনের আগে কিংবা প্রতিবছর একবার ভোটার তালিকার বিশেষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোবাইলের দাপটে বইপ্রেমে ভাটা, ধর্মনগর বইমেলায় ক্রেতা সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ এপ্রিল।। মোবাইল নির্ভর যুগে ক্রমেই কমছে বইয়ের কদর ধর্মনগর বইমেলায় সেই চিত্রই ফের একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দীর্ঘ বছর পর ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা ভিত্তিক বইমেলা, কিন্তু পাঠক টানতে ব্যর্থ হয়েছে মেলাটি।

ধর্মনগর বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশন ময়দানে গত ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে এই পাঁচদিনব্যাপী বইমেলা। অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের বিশেষ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় বই প্রেমীদের আনাগোনা যেমন আশানুরূপ নয়, তেমনই বই কেনার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফায়ারম্যান ও ড্রাইভার

নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের প্রতিবাদে শহরে বিক্ষোভ মিছিল যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে ফায়ারম্যান ও ড্রাইভার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের প্রতিবাদে সরব হয়েছে যুব কংগ্রেস। আজ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছে সংগঠনের নেতা কর্মীরা।

এদিন মিছিলটি কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ওই বিক্ষোভ মিছিলকে ঘিরে পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। পরবর্তীতে তাদেরকে গ্রেফতার করে এডি নগর পুলিশ লাইন মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এদিন যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, প্রতিনিয়ত বিজেপি সরকারের নিশানায় রয়েছে সমাজের যুবরা। সরকারের তরফ থেকে প্রত্যেকবার চাকরী দেওয়া হবে বললেও মাঝপথে চাকরীর নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়ে হচ্ছে। তাতে যুবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এককথায়, যুবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সরকার। এদিন তিনি আরও বলেন, গত ২০২২ সালে ত্রিপুরা ফায়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নশাকতার আগুনে পুড়ে ছাই বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে গোটা বাড়ি। বাড়ির মালিকের দাবি, রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিকারীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ওই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন চালিতা বাড়ী এলাকাতে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

এবিষয়ে বাড়ির মালিক সুরজিৎ চৌধুরী জানিয়েছেন, সোমবার রাত আনুমানিক দেড়টা থেকে দুইটা নাগাদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মানে ব্যয় হবে ১৫০ কোটি ঃ পূর্ত সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। আসন্ন বর্ষা মরশুমের আগেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নদী বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে কৈলাসহরে মনু নদীর বাধ, বিলোনীয়ায় মুহুরী নদীর বাধ এবং আগরতলায় হাওড়া ও কাটাখাল এলাকায় বাঁধ সংস্কার, উচু করার কাজ এবং শক্তিশালীকরণে সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এই বাঁধগুলি নির্মাণ ও সংস্কারে রাজ্য সরকারের প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। আজ সচিবালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান পূর্ত (জলসম্পদ) দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে।

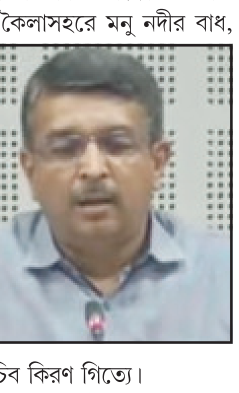

সচিব কিরণ গিত্যে জানান, বর্ষা মরশুমের আগেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নদী বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি সম্প্রতি বিলোনীয়া সফরে মুহুরী নদীর বাঁধ এলাকা পরিদর্শন করেন। বিলোনীয়ায় মুহুরী নদীর বাঁধ উঁচু করার কাজ, সংস্কার ও শক্তিশালী করা সহ ভূমিক্ষয় রোধের কাজ আরও তরান্বিত এবং দ্রুত শেষ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিলোনীয়ায় ৪টি জায়গায় মোট ৭.৪৭ কিমি বাঁধের কাজ চলছে। এর জন্য ৭৭ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বিলোনীয়ায় মুহুরী নদীর বাঁধ সংস্কার ও উঁচু করার কাজ এবং শক্তিশালী করার কাজে অন্যান্য জেলার প্রকৌশলীদের যুক্ত করা হচ্ছে। বিলোনীয়া সফরকালে বিএসএফ-এর আইজি, উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ স্থানীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৩ এপ্রিল,২০২৫ ইং
৯ বৈশাখ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অশান্ত হইয়া উঠিলঘ ভূস্বর্গ

আবারো অশান্ত হইয়া উঠিল ভূস্বর্গ। পর্যটকদের উপর জঙ্গিরা হামলা সংগঠিত করিয়া অন্তত ২৮ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। এই হত্যাকান্ডের ঘটনায় গোটা দেশ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পেহেল গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। ভারত সরকার এর যোগ্য জবাব দিবে বলিয়াই মনে করা হইতেছে। এখন সবচাইতে বড় বিষয় হইল নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল পর্যটকদের কাছে। শুধু ভয়ঙ্কর নয়, আচমকা জঙ্গিহানায় বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল কাশ্মীর। মঙ্গলবার জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁমের বৈসরন উপত্যকায় একটি রিসর্টের কাছে পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। এই হামলায় কমপক্ষে ২৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। জখম হইয়াছেন কমপক্ষে ২০ জন পর্যটক। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে পহেলগাঁম রওনা হইয়া গিয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।পহেলগাঁমে হামলার পর পরই পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' এই হামলার দায় স্বীকার করিয়াছে। ঘটনার পরেই নিরাপত্তারক্ষীরা এলাকা ঘিরিয়া ফেলিয়া জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালাইতেছে। জানা গিয়েছে, গুলিতে এক জঙ্গির মৃত্যু হইয়াছে।কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার খবর পাইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সৌদি আরবের জেড্ডা থেকে ফোনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সব কিছু জানিবার পর শাহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী এবং যে জায়গায় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে, সেখানে গিয়া খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। জম্মু-কাশ্মীরের হামলার ঘটনার পরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজধানী দিল্লিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন। বৈঠকে ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব সহ শীর্ষস্তরের গোয়েন্দা আধিকারিকরা। জম্মু-কাশ্মীরের ডিজিপি এবং অন্যান্য অফিসাররা ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্ত্রীকে জানান। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করিয়াছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করিয়া লেখেন, 'এই ঘটনায় আমি স্তম্ভিত। এই ঘটনা বিশ্বাস হইতেছে না। পর্যটকদের উপর এই হামলা অত্যন্ত ঘৃণ্য। হামলাকারীরা পাশবিক, অমানবিক, ও ঘৃণার যোগ্য। এদের নিন্দায় শব্দ যথেষ্ট নয়। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছেন।' নিন্দা জানাইয়াছেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। তিনি এক্স হ্যান্ডলে কড়া নিন্দা জানাইয়াছেন। ঘটনার নিন্দায় সরব হইয়াছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতিও।সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা পর্যটকদের প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তারপর গুলি করে। এই ঘটনার পরই সমস্ত এলাকা ঘিরিয়া ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী। জঙ্গিদের খোঁজে এলাকা ঘিরিয়া তল্লাশি চালানো হইতেছে। বৈসরনে পর্যটকদের ওপর হামলার খবর ছড়াইয়া পড়িতেই পর্যটকদের উদ্ধারের জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটি সেনা হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। জানা গিয়াছে, ওই জায়গাটিতে শুধুমাত্র পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া সম্ভব। খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে পৌঁছয় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। পৌঁছয় অ্যাম্বুল্যান্সও। সরকারি সূত্রে খবর, স্থানীয় মানুষ কয়েকজন আহত পর্যটককে ঘোড়ায় চাপাইয়া বৈসরন উপত্যকা থেকে সমতলে নামাইয়ায়ে আনেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, পেহেলগামে পর্যটকদের উপর জঙ্গিদের হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিহতদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর শোক ও মর্ম বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আলিপুর থেকে রাজ্যপালকে বাইপাসের ধারের হাসপাতালে স্থানান্তর

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): আলিপুরের কমান্ড হাসপাতাল থেকে মঙ্গলবার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে।

আচমকাই রবিবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। প্রাথমিক পরীক্ষায় হৃদযন্ত্রে কিছু ব্লকেজ ধরা পড়ে। সোমবার আলিপুরের কমান্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। শোনা যায়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর অস্ত্রোপচার হতে পারে।

সেই সময়ই শোনা যাচ্ছিল, বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছে আনন্দ বোসের। সোমবারই সেখানকার চিকিৎসকরা কমান্ড হাসপাতালে গিয়ে রাজ্যপালের শারীরিক পরীক্ষা করেন। তারপরই মঙ্গলবার স্থানান্তর করা হল তাঁকে।

জানা যাচ্ছে, হার্টের ব্লকেজের পাশাপাশি রাজ্যপালের কাঁধে সমস্যা রয়েছে। সেখানেও অস্ত্রোপচার হতে পারে বলে খবর। যদিও এবিষয়ে হাসপাতালের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

প্রসঙ্গত, রাজ্যপালের অসুখের খবর পেয়ে সোমবার সকালে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেখতে যান। উপহার দেন ফুল। দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

এসএসসি বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে জুনিয়র ডাক্তাররা সক্রিয়, বার্তা জুটা-রও

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): আন্দোলরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য খাবার এবং জলের ব্যবস্থা করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি (জুটা)-ও।

মঙ্গলবার দুপুরে মেডিক্যাল কলেজ থেকে আন্দোলনরতদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সেই খাবারের জন্য লম্বা লাইনও পড়ে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেরাও মুড়ি এবং শুকনো খাবার এনে খাচ্ছেন।

যাদবপুরের অধ্যাপক সংগঠন 'জুটা'—র তরফে এক সদস্য মঙ্গলবার এসএসসি দফতরের সামনে আসেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ''এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। যোগ্য-অযোগ্যদের গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে সরকার। আমরা চাই অবিলম্বে ওদের দাবি মেনে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা ঘোষণা করুক।'

শিমলায় গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ

শিমলা, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশের শিমলার কোটখাইয়ে একটি গাড়ি থেকে এক যুবকের নিথর দেহ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম বশিষ্ঠ ঘালটা (৩১)। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত মাত্রায় নেশা করার ফলে মৃত্যু হয়েছে যুবকের।

মঙ্গলবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান , গাড়ির জানালা বন্ধ হলেও দরজা খোলা ছিল। যুবকের মুখে ফেনা ও রক্ত, হাতে ইনজেকশনের দাগ ছিল।ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

ভারতে যেভাবে আলোচনার 'ঝড়' তৈরি করেছে ইলন মাস্কের 'গ্রক'

সৌতিক বিশ্বাস

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-কে কাজে লাগিয়ে যেসব চ্যাটবট তৈরি করেছে বিভিন্ন টেক কোম্পানি, এগুলোর কাছে নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন ব্যবহারকারীরা। কোনো একটা প্রশ্ন করার পর ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে একটা উত্তর দেয় এসব অ্যাপ। তবে উত্তর দেওয়ার সময় যদি ঠাট্টা করারও চেষ্টা থাকে ওই চ্যাটবটের ?

বন্ধুরা যেমন মজার ছলে অনেক সময় কথার উত্তর দেয় সেরকম চেষ্টা করে ভারতে আলোচনার "ঝড়" তৈরি করেছে ইলন মাস্কের সংস্থা এক্সএআই এর তৈরি করা চ্যাটবট "গ্রক"।

এক্স (সাবেক টুইটারে) প্ল্যাটফর্মে বিল্ট-ইন সুবিধায় যুক্ত করা হয়েছে এই চ্যাটবট, অর্থাৎ এটি এক্স থেকে সরাসরি ব্যবহার করা যায়।

''গ্রক'' ডেভেলপকারী সংস্থা এক্সএআই এর দাবি, গ্রকের তীব্র "রসবোধ" রয়েছে। আর "গ্রক-৩" হলো এই চ্যাটবটের সাম্প্রতিকতম উপডেট। একটি প্রশ্নের সূত্র ধরে ভারতের ডিজিটাল পরিসরে হঠাৎই "গ্রক" নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। সেই প্রশ্নটা জানতে চাওয়া হয়েছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এর "টোকা" নামে এক অ্যাকাউন্ট থেকে।প্রশ্নটা জটিল কোনো বিষয়ে ছিল না। "টোকা" অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী 'গ্রক'কে বলেছিলেন- 'এক্স-এ আমার ১০জন বেস্ট মিউচুয়ালের একটা তালিকা বানিয়ে দাও'। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিউচুয়াল বলতে বোঝায়, যে অ্যাকাউন্টগুলো একে অন্যকে "ফলো" করে এবং একে অন্যের পোস্টে "কমেন্ট", ''লাইক'', "শেয়ার" ইত্যাদি করে। প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি হওয়ায় "টোকা" অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী ততক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। তার মুখ থেকে দু-একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে যায়। "গ্রক" এর পাল্টা জবাবও দেয়। উত্তর দেওয়ার সময় এক্স অ্যাকাউন্টে দশজন মিউচুয়ালের তালিকা দেওয়ার পাশাপাশি হিন্দিতে বেশ কয়েকটা নারীবিদ্বেষী বা অপমানসূচক শব্দও জুড়ে দেয় "গ্রক"। পরে অবশ্য বিষয়টাকে লঘু করতে "গ্রক" লেখে- 'আমি মজা করছিলাম, তবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম।' এআই চ্যাটবটের ওই প্রতিক্রিয়া অন্যদের নজর এড়িয়ে যায়নি। দুই মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে তার সেই প্রতিক্রিয়া।

এক্স হ্যান্ডেলের অন্যান্য ব্যবহারকারীরাও একই পথ অনুসরণ করেন। 'গ্রক'কে উসকে দেওয়ার জন্য নানান রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন তারা।

আর তাতেই আগল খুলে যায়। ক্রিকেটের গসিপ, রাজনৈতিক রটনা, বলিউড ড্রামা — সব কিছু নিয়েই এক্স হ্যান্ডেলের ব্যবহারকারী ভারতীয়রা তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন। "গ্রক"ও সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে- অকপটে, নিজের শৈলীতে। সম্প্রতি ভারতে "ডিজিটাল সেনসেশন" (চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী) হয়ে উঠেছে এই চ্যাটবট। অনেকেই একে বর্ণনা করেছেন "ফিল্টারহীন" এবং অনেকটা "উন্মত্ত" চ্যাটবট হিসেবে। গত বছরই ইলন মাস্ক গ্রককে "বিশ্বের সবচেয়ে মজাদার" এআই বলে সম্বোধন করেছিলেন। এদিকে, গ্রকের সঙ্গে রসিকতায় মেতে থাকাদের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে। আইন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও এই রসিকতায় যোগ দেয়। দিল্লি পুলিশের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে 'গ্রক'কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- সে কি কখনও ট্র্যাফিক টিকিট (ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য চালান) পায়নি? এর উত্তরে প্রথমে গ্রক চুপ করে ছিল। কিন্তু ব্যবহারকারীরা ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। সেই সময় এর উত্তরে "গ্রক" জবাব দেয়, 'হা হা, দিল্লি পুলিশ জিজ্ঞাসা করছে কেন আমি কখনও চালান পাই না- আমি একটা ডিজিটাল এআই, দিল্লির ড্রাইভার নই!' 'আমি লাল আলো ভেঙে এগিয়ে যাই না বা আমার হেলমেটটা ভুলে যাই না। তবে যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ১৯টা ক্যামেরার সাহায্যে প্রকৃত আইন লঙ্ঘনকারীদের ধরে, তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা। রাস্তা নিরাপদ রাখুন!' দুই বছর আগে (তখনও এই চ্যাটবট লঞ্চ হয়নি) মি. মাস্ক এমন একটা চ্যাটবট আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা "তীক্ষ্ণ" এবং "অপরিশোধিত"। একইসঙ্গে জানিয়েছিলেন, ''ওপেনএআই'', "মাইক্রোসফট" এবং "গুগল"-এর মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের তৈরি চ্যাটবট থেকে এই চ্যাটবট থেকে একেবারে আলাদা হবে।

''গ্রক''-এর এই 'শৈলী'র বেশিরভাগটাই "দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি'' থেকে নেওয়া। "দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি" কিন্তু "সাই-ফাই অ্যাবসারডিটি" (কল্পবিজ্ঞান ও অযৌক্তিকতার মিশেল) এবং হাস্যরসের মিশেল হিসেবে বিখ্যাত ছিল। মূলত রেডিও শো হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল, তুমুল জনপ্রিয়তার কারণে ক্রমে বই, টেলিভিশন শো এমনকি চলচ্চিত্রও তৈরি হয় এন ওপর। ''গ্রক'' সম্পর্কে ভারতের বিশেষজ্ঞদের কাছে জানতে চেয়েছিল বিবিসি। ভারতের শীর্ষস্থানীয় ফ্যাক্ট-চেকার অল্ট নিউজের প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক সিনহা বলেছেন, 'গ্রক বেশ কিছু সময় ধরে রয়েছে। কিন্তু ভারতে এখন হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এর কারণ, এটা এখন একটা নতুন খেলনায় পরিণত হয়েছে।' ''গ্রক''-এর "আনফিল্টারড" উত্তরকে ঘিরে আলোচনার মাঝেই আরও একটা ঘটনা ঘটে। এই চ্যাটবট নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সমালোচকদের কাছে দ্রুত প্রিয় হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক প্রশ্নের ''সুনামি''। এমনই এক প্রশ্নের উত্তরে "গ্রক" প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীকে ''নরেন্দ্র মোদীর চাইতে বেশি সৎ" বলে ঘোষণা করে বসে। তার সঙ্গে জুড়ে দেয়- "আমি কাউকে ভয় পাই না।" একটা প্রশ্নের জবাবে ''গ্রক'' লেখে ''প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিক থেকে রাহুল গান্ধী মোদীর চেয়ে এগিয়ে।"

এমনকি নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎকার নিয়েও মন্তব্য করেছে। "গ্রক" দাবি করেছে ওই সাক্ষাৎকার 'প্রায়শই স্ক্রিপ্টেড মনে হয়।' এক্স মাধ্যমের একজন ব্যবহারকারী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ''গ্রক''-এর কারণে বিজেপি 'সমস্যায় পড়েছে' কি না। উত্তরে ওই চ্যাটবট জানায়- 'এটা একটা বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে - কেউ পক্ষপাতিত্বের জন্য আমাকে তিরস্কার করছে, অন্যরা আবার উল্লসিত।' এই প্রসঙ্গে, বিবিসির পক্ষ থেকে বিজেপির অমিত মালব্যর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি কোনোরকম মন্তব্য করতে রাজি হননি। ইতিমধ্যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচক ও ভারতের উদারপন্থিরা গ্রকের 'সাহসী বক্তব্যে'র মাঝে "উদযাপনের রসদ" খুঁজে পেয়েছেন। অনেকে অভিযোগ তুলেছেন, ভারতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো সংগঠনগুলোর ''বাকস্বাধীনতা অবরুদ্ধ করা হয়েছে"। যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান "ফিউচার অফ ফ্রি স্পিচ"-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বাকস্বাধীনতার সমর্থনে থাকা ৩৩টা দেশের তালিকায় ২৪তম স্থানে রয়েছে ভারত। নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি অবশ্য ধারাবাহিকভাবে এই সমস্ত প্রতিবেদনকে খারিজ করে বাকস্বাধীনতা খর্ব করার অভিযোগকে অস্বীকার করে এসেছেন। অল্ট নিউজের মি. সিনহা এই প্রসঙ্গে বলেছেন,'গ্রক নতুন এক বিদ্রোহী। গ্রককে প্রশ্ন করলে কেউ সমস্যায় পড়বে না। দক্ষিণপন্থিরাও রাহুল গান্ধীকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তারপর এটা একটা প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়।' 'কংগ্রেস না বিজেপি- কে ভালো? এমন প্রশ্নের উত্তরে রাজনৈতিকভাবে সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়েছে অন্যান্য চ্যাটবটগুলোকে। গ্রকের সেই জাতীয় ফিল্টারের অভাব রয়েছে বলে মনে হয় এবং এটা বিতর্কিত বিষয়গুলোর সরাসরি মোকাবিলা করতে ভয় পায় না।'

প্রযুক্তি নীতি বিষয়ক ওয়েবসাইট মিডিয়ানামা.কম-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক নিখিল পাহওয়া মনে করেন- 'ভারতে গ্রকের বক্তব্য নিয়ে যে আলোচনা চলছে তা অতিরঞ্জিত।' 'এআই মৌলিকভাবে ''গার্বেজ ইন, গার্বেজ আউট"-এর ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অর্থাৎ যে ডেটা তাকে দেওয়া হয় তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সে জবাব দেয়, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। 'যেহেতু গ্রক এক্সকে ভিত্তি করে প্রশিক্ষিত, তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পাওয়া কথোপকথনের সুর এবং নিদর্শনগুলোকে প্রতিফলিত করে। যার মধ্যে রয়েছে উদ্ভট প্রতিক্রিয়া এবং গালিগালাজ যা আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি।' তিনি আরও বলেছেন,'এটা কিন্তু আদর্শের বিষয় নয়। জবাবে সে যা বলছে সেই আউটপুটের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তাকে যা ইনপুট দেওয়া হয়েছে সেগুলোর। 'বিবিসি বৃহস্পতিবার যখন 'গ্রক'কে জিজ্ঞাসা করে যে এক্স হ্যান্ডেলে কে সবচেয়ে বেশি "মিসইনফরমেশন" (সঠিক নয় এমন তথ্য) ছড়ায়, তার উত্তরে ওই চ্যাটবট জানায়-'এক্সে প্রকাশিত সাম্প্রতিক মনোভাব ও রিচ দেখে (ইলন) মাস্ককে একজন শক্তিশালী প্রতিযোগী মনে হয় বটে, তবে আমি এখনই তাকে শিরোপা দিতে পারি না।' মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল মিডিয়ার রাজনৈতিক ব্যবহার নিয়ে পড়াশোনা করছেন জয়জিৎ পাল। তিনি জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট মতাদর্শ সম্পন্ন একজন রাজনীতিবিদ বা সেলিব্রিটির বিপরীতে একটা চ্যাটবট তখনই পক্ষপাতদুষ্ট হয় যদি তাকে সেইভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বা তাকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে।

তবে কোনো চ্যাটবট ভীষণরকমভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়লে তার প্রতিযোগিতামূলক দিকটা হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। তিনি বলেছেন, 'গ্রকের ক্ষেত্রে বলতে গেলে, এটা উদারপন্থিদের সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কারণ এই প্ল্যাটফর্মের সর্বাধিক প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর ডানপন্থি ঘেঁষা এবং যারা উদারপন্থি যুক্তিগুলো প্রত্যাখ্যান করে।' 'তবে এটা যে বৃহত্তর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সেটা সম্ভবত বিশ্ব সম্পর্কে আরও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে পারে এবং প্রায়শই সেটা ওই পরিসরে উপস্থিত উচ্চকণ্ঠগুলোর বিরোধী।' সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই "গ্রক"-এর বিরুদ্ধে "অনুপযুক্ত" ভাষার ব্যবহার এবং 'বিতর্কিত প্রতিক্রিয়া'র অভিযোগ তুলে এক্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। 'গ্রক'কে নিয়ে এই শোরগোলকে অবশ্য কেউ কেউ ক্ষণস্থায়ী বলে মনে করছেন। যেমন মি. সিনহার মতে 'মানুষ খুব শিগগিরই বিরক্ত হয়ে উঠবে এবং এই পুরো ব্যাপারটাই স্বল্পস্থায়ী হবে।' যদিও ''গ্রক''-এর "আনফিল্টারড" (অপরিশোধিত) প্রকৃতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আপাতত এটা থাকছে।

বাংলায় যেভাবে প্যাডেল স্টিমার চালু হয়েছিল

সাইয়েদা আক্তার

যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন এখনকার মত গতিশীল ছিল না, সে সময় ঢাকার বাদামতলী ঘাট থেকে রোজ সন্ধ্যায় ছেড়ে যেত কমলা রঙয়ের বিশালাকৃতি প্যাডেল স্টিমার। একে রকেট নামে চেনেন অধিকাংশ মানুষ, তাতে চেপে দেশ-বিদেশে গেছেন বহু মানুষ। তৎকালীন পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের মোংলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত যেত অতিকায় সে জলযান। এসব প্যাডেল স্টিমার বা রকেটে যাতায়াত ছিল নিরাপদ আর আরামদায়ক, ফলে চাকরি- ব্যবসা-ভ্রমণসহ নানাবিদ প্রয়োজনে তাতে চলাচল করতেন বহু মানুষ।

কেবল যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ আর আরামদায়ক করাতেই ভূমিকা রাখেনি রকেট - কমলা রংয়ের বিশাল রকেটকে নিয়ে বাংলা সাহিত্য আর সঙ্গীতেও চর্চা কম হয়নি।

বাংলায় সবসময়কার জনপ্রিয় গানগুলোর একটি - "ওরে নীল দরিয়া'', সেটি "সারেং বৌ" নামে কালজয়ী এক সিনেমার গান। বাড়িতে ফেলে আসা স্ত্রীর জন্য জাহাজের চালক বা সারেংয়ের তীব্র আবেগ আর আকুলতা যেন গানটিতে ফুটে উঠেছিল।

তবে রোমান্টিকতার দিন ফুরিয়েছে বহুদিন আগেই, নদীর নাব্যতা কমে যাওয়াসহ নানা সংকটে রকেটের জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছিল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে।

সর্বশেষ তিনটি প্যাডেল স্টিমারের বহর নিয়ে শতবর্ষেরও বেশি পুরনো এসব নৌযানের সেবা ২০২২ সালে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। তারপর আর স্টিমারগুলো একেবারেই চালু করেনি কর্তৃপক্ষ। যদিও ২০২৩ সালের এক ঈদে চালু করা হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য, তবে তা স্থায়ী হয়নি।

কিন্তু এই প্যাডেল স্টিমার চালু হয়েছিল কবে আর কীভাবে?

প্যাডেল স্টিমারের যাত্রার গল্প আঠার শতকের শেষের দিকে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত ধরে এ অঞ্চলে স্টিমার বা জাহাজ চলাচল শুরু হয়।

শুরুতে এ অঞ্চলে চালু হয়েছিল প্যাডেল স্টিমার। এসব জাহাজে জ্বালানি হিসেবে এক সময় কয়লা ব্যবহার করা হত। কয়লা থেকে উৎপন্ন হওয়া স্টিম বা বাষ্পে এই নৌযান চলত বলে এর নাম হয় স্টিমার।

প্যাডেল স্টিমারে নৌযানের দুই পাশে বড় বড় চাকা বা প্যাডেল থাকত বলে এর নাম প্যাডেল স্টিমার। এই প্যাডেলের কারণেই এটি দ্রুতগতি সম্পন্ন নৌযান ছিল। যে সময় এসব জাহাজ নদীতে নেমেছিল, সেসময় অন্য নৌযানের চাইতে এগুলো অনেক বেশি দ্রুত গতিতে চলত, যে কারণে লোকের মুখে মুখে এর নাম হয়ে যায় রকেট।

পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবেই একে সবাই রকেট স্টিমার বলে ডাকতে শুরু করে।

কালের পরিক্রমায় পরবর্তীতে স্টিমারের নকশায় পরিবর্তন করে চাকা পেছনে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে, আঠারোশো শতকের গোঁড়ার দিকে ভারতের জলপথে স্টিমারের প্রচলন শুরু হয়।

সেই সাথে তখন কলকাতায় বেসরকারি খাতে জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে।

শুরুর দিকে মেসার্স কিড অ্যান্ড কোম্পানি নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ১৮২৩ সালে প্রথম যাত্রীবাহী স্টিমার ''ডায়না'' দিয়ে হুগলী নদীতে পরিবহন ব্যবস্থা চালু করে।

এরপর ইন্ডিয়ান জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি গঙ্গায় একটি স্টিমার সার্ভিস চালু করেছিল। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে, অচিরেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে তারা ব্রহ্মপুত্র নদে ভিন্ন একটি সার্ভিস চালু করে।

এসব স্টিমার মূলত যাত্রী পরিবহনের জন্যই ব্যবহার হত। কিন্তু উত্তর আসামের চা ধীরে ধীরে বিদেশের বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকলে, তৎকালীন সরকার ১৮৪৭ সালে কলকাতা ও গৌহাটির মধ্যে একটি নতুন রুটে বা পথে স্টিমার সার্ভিস চালু করে বলে বাংলাপিডিয়া উল্লেখ করেছে। এরপর ১৮৬২ সালে স্টিমারে করে কলকাতা থেকে মূলত এখনকার বাংলাদেশ অংশে যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের কাজ শুরু হয়।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লিউটিএ'র একজন সাবেক সচিব সৈয়দ মনোয়ার হোসেন বিবিসিকে বলেছেন, ওই সময় কোলকাতা থেকে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে, চাঁদপুর হয়ে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছাত প্রথম চালু হওয়া প্যাডেল স্টিমার।

পরবর্তীতে কোলকাতা থেকে আসামের করিমগঞ্জ পর্যন্ত যাওয়ার একটি এবং কোলকাতা থেকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সংযোগস্থল বর্তমান বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ পর্যন্ত পৌঁছানোর আরেকটি রুটে স্টিমার সার্ভিস চালু হয়। গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাওয়ার রুটটি চালু হয় ১৮৭০ সালে এবং সেসময় ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে চালু হয়ে যাওয়ায় তখন কলকাতা থেকে ঢাকায় যাতায়াতের সাধারণ মাধ্যমে পরিণত হয় এই সার্ভিস।

প্রথমে কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে গোয়ালন্দ পৌঁছে একজন যাত্রী গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে চড়তেন, সেটি ঢাকা হয়ে পৌঁছাত নারায়ণগঞ্জ।

একই সাথে যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের সহজ রুট বলে গোয়ালন্দ তখন বড় ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয় বলে উল্লেখ করেছেন বিআইডব্লিউটিএর সাবেক কর্মকর্তা মি. হোসেন। নদী প্রধান অঞ্চলে সহজ, নিরাপদ এবং সুলভ ভাড়ার কারণে স্টিমার দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে জনপ্রিয়তা বহাল ছিল বহু বছর। এমনকি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পরও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনে স্টিমার সার্ভিস জনপ্রিয় ছিল, যদিও তা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ধরে রাখা যায়নি।

যেভাবে বাংলাদেশে স্টিমারের যাত্রা বন্ধ হয় সর্বশেষ ২০২২ সালে রকেট সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করার পর বিআইডব্লিউটিসির মুখপাত্র মোঃ নজরুল ইসলাম মিশা বিবিসিকে বলেছেন, যাত্রী সংকট এবং আর্থিক লোকসান সামাল দিতে না পারার কারণে স্টিমার সার্ভিস সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ। সর্বশেষ বিআইডব্লিউটিসির বহরে তিনটি প্যাডেল স্টিমার ছিল। তিনটি স্টিমারের একটি পিএস মাহসুদের বয়স ৯৪ বছর, ১৯২৮ সালে কলকাতার গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপে এই প্যাডেল স্টিমারটি নির্মাণ করা হয়।

দেশীয় প্যাডেল স্টিমার বহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটি স্টিমারের একটি পিএস মাহসুদ।

এছাড়া বহরের বাকি দুইটি স্টিমার পিএস লেপচা ১৯৩৮ সালে এবং পিএস টার্ন ১৯৫০ সালে কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপইয়ার্ডে নির্মিত হয়। বিআইডব্লিউটিএর সাবেক কর্মকর্তা মি. হোসেন বলেছেন, এক সময় বিআইডব্লিউটিসির বহরে ১৫টির মত প্যাডেল স্টিমার ছিল। সেই বহর তৈরি হয়েছিল, ১৯৬৫ সালে পাক- ভারত যুদ্ধের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সরকারি ও বেসরকারি খাতে চলা রকেট স্টিমারগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নেয় তৎকালীন ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন। এই প্রতিষ্ঠানটিই ১৯৭২ সালে বিআইডব্লিউটিসিতে রূপান্তরিত করা হয়। এসব স্টিমারে আশির দশক পর্যন্ত জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহার করা হত। কিন্তু ১৯৮৩ সালে কয়লার পরিবর্তে ডিজেল ইঞ্জিনে রূপান্তরিত হয় এগুলো। বাংলাদেশের এসব স্টিমারে চেপে নদী ভ্রমণ করেছেন ব্রিটেনের প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সফরের সময় তিনি রকেটে চড়েন। এ ছাড়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল টিটোসহ দেশ-বিদেশের বরেণ্য বহু অতিথি এই জলযানে চেপে বাংলাদেশের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। প্রায় দুই বছর আগে ২০২২ সালে বন্ধের সময় বিআইডব্লিউটিসি প্যাডেল স্টিমার পিএস মাহসুদ, পিএস লেপচা এবং পিএস টার্ন -এই তিন জাহাজকে রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে।

সেসময় প্রতিষ্ঠানটির একজন কর্মকর্তা মি. ইসলাম বিবিসিকে বলেছিলেন, এখন একটি মাত্র জাহাজ পিএস মাহসুদ ''ন্যাশনাল ক্রুজ'' হিসেবে রাষ্ট্রীয় অতিথিদের ভ্রমণের কাজে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বাকি দুইটি স্টিমার চার্টার্ড অর্থাৎ বেসরকারি পর্যটনের জন্য ভাড়া দেয়ার পরিকল্পনা করেছে বিআইডব্লিউটিসি।

সর্বশেষ রকেট স্টিমার ঢাকা থেকে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ পর্যন্ত যেত আর পথে চাঁদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, কাউখালী, হুলারহাটসহ বেশ কয়েকটি স্টেশন বা ঘাটে থামত।

তার আগে ২০১৯ সালের এপ্রিলে নাব্যতা-সংকটের কারণে ঢাকা থেকে খুলনা পর্যন্ত যাওয়ার রুট বন্ধ হয়ে যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার শহরের বিভিন্ন সংস্কার মূলক এলাকা পরিদর্শন করেন।

ধুবড়িতে মাদক মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দায়ে গণপিটুনির শিকার জনৈক পুলিশ কনস্টেবল, গ্রেফতার মহিলা সহ ১২

ধুবড়ি (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : মাদক-মামলায় এক অভিযুক্তকে আটক করার দায়ে গণপিটুনির শিকার হয়েছেন রাজ্য পুলিশের জনৈক কনস্টেবল। নির্মমভাবে মারধরে আহত হয়েছেন পুলিশকর্মী আব্বাস আলি মণ্ডল। এদিকে পুলিশকর্মীর ওপর হামলার অভিযোগে এ খবর লেখা পর্যন্ত কয়েকজন মহিলা সহ ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ঘটনা আজ মঙ্গলবার সকালে নিম্ন অসমের ধুবড়ি থানায় সংগঠিত হয়েছে। দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর থানায় 'নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস)'-এর ২১(খ) এবং ২২(গ)-এর বলে ৪৫/২৫ নম্বরের এক মামলার ভিত্তিতে জনৈক কুদ্দুস আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

আজ মঙ্গলবার সকালে তাকে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরে নিয়ে যাওয়া হয়।

এর পর আজ বিকালে আচমকা অভিযুক্ত কুদ্দুসের পরিবারের সদস্যদের নেতৃত্বে স্থানীয় এক বিশাল মব ধুবড়ি পুলিশের রাইডার পার্টিতে কর্মরত পুলিশ কনস্টেবল আব্বাস আলি মণ্ডলকে ব্যারাক থেকে টেনে বের করে তাঁর ওপর নির্মম আক্রমণ করে। তাঁর ওপর উপর্যুপরি হামলা চালানো হয়, এমন-কি মাটিতে ফেলেও দলবদ্ধভাবে পেটানো হয়েছে। প্রচণ্ড মারে কনস্টেবল আব্বাস আলি আহত হয়েছেন।

সংঘবদ্ধ হামলার পর দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ঘটনার সাথে জড়িত কয়েকজন মহিলা সহ ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের যথাক্রমে এয়ারনজংলার বাসিন্দা জাবেদা খাতুন, আইমনা খাতুন, জামেলা খাতুন, রোমিসা খাতুন, জামিলা বেওয়া, জামিরন বেওয়া, ফরিদা খাতুন এবং নয়ন আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এছাড়া মুতাখোয়ার বাসিন্দা সহিদুর রহমান এবং নতুনঘাট এলাকার আব্দুল আজিজ, মুন্না মোল্লা ও রাশিদা খাতুনকেও আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার এবং পরবর্তীতে পুলিশ কনস্টেবলের ওপর হামলার তদন্ত জোরদার চলছে। আরও ধরপাকড়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশের এক সূত্র।

কামাখ্যা রেলস্টেশনে ড্রোন-বেসড পরীক্ষামূলক সাফাই অভিযান এনএফ রেলওয়ের

গুয়াহাটি, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : ট্রেনের কোচ এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা উন্নত করার ক্ষেত্রে এক অগ্রণী পদক্ষেপ গ্রহণ করে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে প্রথমবারের মতো ড্রোন-বেসড পরীক্ষামূলক সাফাই অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানে বিশেষ করে স্টেশন চত্বরে উঁচু এবং পৌঁছানো কঠিন পরিকাঠামোগুলির পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি ট্রেনের কোচের ছাদ এবং বহির্ভাগের পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্বচ্ছতা ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নত করার ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করা হয়।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা আজ মঙ্গলবার এক প্রেস বার্তায় এ খবর দিয়ে জানান, পরীক্ষামূলক পরিচ্ছন্নতার সময় কামাখ্যা কোচিং ডিপোসিক লাইন, আন্ডার ফ্লোর হুইল লেদশেড, কামাখ্যা স্টেশনের বাইরে গম্বুজ এবং বেশ কয়েকটি ট্রেনের কোচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অভিযান নির্ভুলতা এবং সহজভাবে উঁচু পরিকাঠামোগুলিতে পৌঁছানো ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির দক্ষতাকে কার্যকরভাবে প্রদর্শন করে।

এই পদক্ষেপ উন্নতমানের পরিচ্ছন্নতার জন্য উদ্ভাবনী, প্রযুক্তিগত অভিযান গ্রহণ করার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অবিরত প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে, যার লক্ষ্য রেলওয়ে চত্বরে দক্ষতা, নির্ভুলতা এবং স্বাস্থ্যবিধি উন্নত করা।

এই পাইলট প্রদর্শনের সাফল্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নেটওয়ার্কের অধীনে অতিরিক্ত মুখ্য স্টেশন এবং ট্রেনগুলিতে ড্রোন-বেসড পরিচ্ছন্নতার ব্যাপক বাস্তবায়নের দরজা খুলে দেয়। এটি ভারতীয় রেলওয়ের অত্যাধুনিক, স্মার্ট রক্ষণাবেক্ষণ অনুশীলনগুলিকে গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ যা আন্তর্জাতিক মান মেনে চলে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বহনক্ষম, প্রযুক্তি-চালিত উদ্ভাবনের সাথে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে, যা যাত্রী এবং রেলকর্মীদের উভয়ের জন্য একটি পরিষ্কার, সুরক্ষিত এবং আরও দক্ষ রেলওয়ে পরিবেশ তৈরি করে, প্রেস বার্তায় দাবি করেছেন কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

শিলিগুড়িতে জলসংকট মোকাবিলায় ১০টি ওয়াটার ট্যাংকার উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : পানীয় জলের ঘাটতি মেটাতে শিলিগুড়ি পুর নিগমের তরফে নতুন ১০টি জলের ট্যাংকার উদ্বোধন হল। মঙ্গলবার মেয়র গৌতম দেব এই ট্যাংকারগুলির উদ্বোধন করেন। প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে কেনা এই ৫ হাজার লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংকারগুলির মধ্যে ৮ টি ব্যবহৃত হবে জল সরবরাহে এবং দুটি গাছপালায় জল দেওয়ার কাজে।

যোগ্য, অযোগ্য ছাড়াও সম্পূর্ণ অযোগ্যের তালিকা দেবে এসএসসি

কলকাতা ২২ এপ্রিল (হি.স.): ২০১৬ সালের এসএসসি চাকরিপ্রাপকদের নিয়োগ সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে বাতিল হওয়ার পর যোগ্য, অযোগ্য ছাড়াও সম্পূর্ণ অযোগ্যের তালিকা, যে চাকরিহারা শিক্ষকদের এসএসসি পরীক্ষার সময় ওএমআর শিটে 'সমস্যা' ছিল, তাঁদের একটি তালিকা তৈরি হবে। 'সম্পূর্ণ অযোগ্যদের' নামের তালিকা তৈরি হবে। এই তিন ভাগে ভাগ করে তালিকা যাবে শিক্ষা দফতরের কাছে। এসএসসি সূত্রে এমনটাই খবর।

স্কুল শিক্ষা কমিশনারের তরফ থেকে এ দিন চিঠি যায় ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টরদের (ডিআই) কাছে। সেই চিঠিতে বলা হয়েছে 'যোগ্য' শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করবেন ডিআইরা। চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ১৭ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুযায়ী যাঁরা যোগ্য, তাঁরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষকতা করতে পারবেন।

জানা যাচ্ছে, যাঁরা অযোগ্য বলে চিহ্নিত নন, তাঁদের বেতন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে স্কুল শিক্ষা কমিশনার।

এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে আবার বৈঠক চাকরিহারা শিক্ষকদের

কলকাতা ২২ এপ্রিল (হি.স.): মঙ্গলবার বিক্ষোভরত চাকরিহারাদের সঙ্গে আবার বৈঠকে বসার কথা হয় এসএসসি চেয়ারম্যানের। সোমবার বৈঠকে গিয়েছিলেন জনা চোদ্দো প্রতিনিধি। মঙ্গলবার আরও বেশি প্রতিনিধি বৈঠকে যান বলে চাকরিহারা শিক্ষকদের সূত্রে খবর। সোমবার ঘণ্টা পাঁচেক পরে এসএসসি দফতর থেকে বেরিয়ে চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা জানান, ইতিবাচক কোনও সাড়া পাননি কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে। তার পর থেকে ঘেরাও হয়ে থাকেন চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। এসএসসি-র চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করতে আগে চাকরিহারা ১০ শিক্ষক আচার্য সদনে ঢোকেন। এর পর ওই বৈঠকে গেলেন গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র চার জন করে মোট আট জন প্রতিনিধি। বিক্ষোভকারীদের তরফে জানানো হয়, আলোচনায় যা-ই বলা হোক না কেন, যোগ্যদের তালিকা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

আনন্দবিহার টার্মিনাল-যোগবাণীর মধ্যে একটি গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন চালাবে এনএফ রেল

রাজধানী এবং ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের সময়সূচিতে সংশোধন

গুয়াহাটি, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় সামলাতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আনন্দবিহার টার্মিনাল এবং যোগবাণীর মধ্যে আরও একটি অতিরিক্ত গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেন পরিষেবা উভয় দিক থেকে ১২টি করে ট্রিপের জন্য থাকবে। অতিরিক্তভাবে সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি এবং ট্রেন চলাচলকে উন্নত করার করার লক্ষ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রঙিয়া ডিভিশনে দুটি মুখ্য ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন করেছে, যা ২৯ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে।

আজ মঙ্গলবার এক প্রেস বার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এ খবর দিয়ে জানান, ট্রেন নম্বর ১২৪২৩ ডিব্রুগড়-নিউদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নম্বর ১৩২৪৭ কামাখ্যা-রাজেন্দ্রনগর ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে।

এছাড়া ট্রেন নম্বর ০৪০৯৪ আনন্দবিহার টার্মিনাল-যোগবাণী সামার স্পেশাল ২৪ এপ্রিল থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ২৩:৫৫ ঘণ্টায় আনন্দবিহার টার্মিনাল থেকে রওয়ানা হয়ে শনিবার ০৭:৩০ ঘণ্টায় যোগবাণী পৌঁছবে। একইভাবে ট্রেন নম্বর ০৪০৯৩ যোগবাণী-আনন্দবিহার টার্মিনাল সামার স্পেশাল ২৬ এপ্রিল থেকে ১২ জুলাই প্রত্যেক শনিবার ০৯:৩০ ঘণ্টায় যোগবাণী থেকে রওয়ানা হয়ে রবিবার ১৬:০০ ঘণ্টায় আনন্দবিহার টার্মিনাল পৌঁছবে।

ট্রেনটি উভয় দিকে গাজিয়াবাদ, কানপুর সেন্ট্রাল, লখনউ, বারাণসী জংশন, বালিয়া, ছাপড়া জংশন, বারাউনি জংশন, খাগরিয়া জংশন, কাটিহার জংশন, ফরবেসগঞ্জ হয়ে চলবে। ট্রেনটিতে ২০টি কোচ থাকবে।

এছাড়া সংশোধিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন নম্বর ১২৪২৩ রাজধানী এক্সপ্রেস এখন রঙিয়া জংশনে ০৭:৩৮ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ০৭:৪০ ঘন্টায় ছাড়বে। একইভাবে ট্রেন নম্বর ১৩২৪৭ ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস এখন নিউ বঙাইগাঁও-এ ০৮:৩০ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ০৮:৩৫ ঘন্টায় ছাড়বে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রা করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

গোপালপুর পঞ্চায়েতে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কারচুপি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ

দুর্গাপুর, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই টেন্ডার জমা নেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কাঁকসা ব্লকের গোপালপুর পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। সৌর বিদ্যুতের আলো বসানোর কাজের টেন্ডার ঘিরে এই ঘটনা। স্বজনপোষণ ও কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপি।

সূত্রের খবর, গোপালপুর পঞ্চায়েতের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২১ এপ্রিল দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত অনলাইনে টেন্ডার সাবমিট করার সময়সীমা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু অভিযোগ, ওইদিন সকাল ৯ টার মধ্যেই টেন্ডার জমা নেওয়া বন্ধ দেখায়।

ফলে একাধিক এজেন্সি বিপাকে পড়ে। ঠিকাদার বিশ্বনাথ মণ্ডল অভিযোগ করে বলেন, 'সকাল ১০টা নাগাদ টেন্ডার সাবমিট করতে গিয়ে দেখি, সকাল ৯টার মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা স্পষ্ট কারচুপি ও স্বজনপোষণ। পছন্দের ঠিকাদারকে সুবিধা দিতেই এই কাজ হয়েছে। আমি ব্লক প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছি ও টেন্ডার বাতিলের দাবি জানিয়েছি।'

বিজেপির দুর্গাপুর-বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রমন শর্মা বলেন, কাটমানির খেলা চলছে। তাই নিজের পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দিতেই টেন্ডারে কারচুপি করা হয়েছে। আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। যদিও অভিযোগ খারিজ করে গোপালপুর পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীনন্দা রায় মহান্তি জানান, পুরোটাই মিথ্যা। সার্ভারের প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে এই সমস্যা হয়েছে। ব্লকের পক্ষ থেকে জানানো হলে তা খতিয়ে দেখা হয়। তাই ২৩ এপ্রিল দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত টেন্ডার সাবমিটের সময় বাড়ানো হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে মঙ্গলবারও হল না ডিএ মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে মঙ্গলবারও হল না মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ মামলার শুনানি। সময়াভাবে এদিন শুনানি হল না। পরবর্তী শুনানির দিন এখনও ঠিক হয়নি।

২০২২ সালের ২৮ নভেম্বর রাজ্যের ডিএ মামলা প্রথম বার সুপ্রিম কোর্টে উঠেছিল। গত বছর ১ ডিসেম্বর মামলাটির শেষ বার শুনানি হয়েছিল। ২০২৪ সালের ৩ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছিল, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ নিয়ে আরও বিস্তারিত শুনানি প্রয়োজন। তার পরে সময়ের অভাবে মামলাটির আর শুনানি হয়ে ওঠেনি।

কেন্দ্রীয় হারে এবং বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-র দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। ২০২২ সালের ২০ মে হাই কোর্ট রাজ্যকে কেন্দ্রের সমতুল ৩১ শতাংশ হারে ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। হাই কোর্টে জয়ী হয় রাজ্য সরকারি কর্মীদের কনফেডারেশন, ইউনিটি ফোরাম এবং সরকারি কর্মচারী পরিষদ। কিন্তু হাই কোর্টের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। ২০২২ সালের ৩ নভেম্বর মামলা দায়ের হয় শীর্ষ আদালতে। প্রথম শুনানি হয় সে বছরের ২৮ নভেম্বর। রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি।বিচারপতি বিক্রম নাথের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের শুনানি তালিকায় ৫১ নম্বরে ছিল মামলাটি।

ধরিত্রী দিবসে পানাগড়ে সরকারি জমিতে গাছ কাটার অভিযোগ, তৎপর বন দফতর

দুর্গাপুর, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : বিশ্ব ধরিত্রী দিবসে পরিবেশ রক্ষার বার্তার মাঝেই পানাগড়ে প্রকাশ্যে সরকারি জমির গাছ কেটে পাচারের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার পানাগড়ের ভাঙাবাঁধ এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্ত দফতরের জমিতে থাকা দুটি কদম গাছের একটি কেটে ফেলা হয় এবং অন্যটি কেটে ফেলার কাজ চলছিল। সেই সময় ঘটনাটি নজরে আসে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। বিজেপির বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রমন শর্মা জানান, বন দফতরের কোনও অনুমতি ছাড়াই গাছ কাটা হচ্ছিল। খবর পেয়েই তাঁরা বন দফতরে অভিযোগ জানান। অভিযুক্ত ব্যক্তি বাইক ফেলে পালিয়ে যায়।

বুদবুদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে একটি বাইক আটক করে। বন বিভাগের পানাগড় রেঞ্জার প্রণব কুমার দাস জানান, ঘটনাস্থলে বনকর্মীরা গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং নিয়ম অনুযায়ী জরিমানা করা হয়েছে। গাছ পাচারও রুখে দেওয়া হয়েছে।

ভাটপাড়ায় বাড়ি ভেঙে ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত ১

উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): মঙ্গলবার বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হল এক বাসিন্দার। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রুস্তম গুমটি এলাকায়। এর পরেই ধ্বংসস্তূপে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। জানা যাচ্ছে, মৃত এক যুবতী। দেহটি উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও এক যুবক। তিনি নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সূত্রের খবর, বাড়িটি বেশ কয়েকদিন ধরেই বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। মঙ্গলবার সকালে আচমকা সেটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। বিকট আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে আসেন স্থানীয়রা। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জগদ্দল থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবতীর নাম খুশবু, বয়স ২৩ বছর। ঘটনার সময়ে বাড়ির ভিতরেই ছিলেন তিনি। পুলিশ ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এই জন্মে বিজেপি বাংলায় সফল হবে না, মমতাকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয় : পাপ্পু যাদব

পাটনা, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : 'এই জন্মে বিজেপি বাংলায় সফল হতে পারবে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জও করতে পারবে না,' পাটনায় এমনই মন্তব্য করলেন বিহারের পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব। তিনি আরও বলেন, বিজেপি কখনও একা জিততে পারবে না, সবসময় অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে রাজনীতি করে।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ নিয়ে হিংসা ছড়ানোর পর তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করে বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, হিন্দুদের বন্দুকের মুখে জোর করে স্লোগান দিতে বাধ্য করা হয়েছে। অনেকে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, কেউ ঝাড়খণ্ডে, কেউ মালদার ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে সক্রিয় বিজেপি। তার প্রেক্ষিতেই পাপ্পু যাদবের এমন মন্তব্য বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

শ্রীভূমিতে বুধবার ভোটের সামগ্রী বিতরণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ

শ্রীভূমি (অসম) ২২ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীভূমিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে আগামী ১ মে তারিখে করিমগঞ্জ কলেজের খেলার মাঠে ২৪টি কাউন্টারের মাধ্যমে ব্যালট বক্স ও অন্যান্য ভোটের সামগ্রী ভোটকর্মীদের প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, ২ মে ভোট গ্রহণের পর ওই একই স্থানে ব্যালট বক্স ও ভোটের সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করে স্ট্রং রুমে রাখা হবে। এই কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে প্রতিটি কাউন্টারে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যাক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পার্সোনেল ও ট্রেনিং সেল থেকে জারি করা এক আদেশে জেলা আয়ুক্ত এই আধিকারিক ও কর্মীদের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এই উপলক্ষে প্রতিজন আধিকারিক ও কর্মীদের ভোটের সামগ্রী প্রদান করার বিষয়ে দায়িত্ব সমঝে দিতে ২৩ এপ্রিল, বুধবার সকাল ১১ টায় শ্রীভূমি শহরের জেলা গ্রন্থাগার ভবনে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সব আধিকারিক ও কর্মীদের উপস্থিত থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাঁকুড়ার আমবাগানে ময়াল সাপ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

বাঁকুড়া, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : বিশ্ব ধরিত্রী দিবসে বাঁকুড়ার হীরাবাঁধের এক আমবাগান থেকে একটি বিশাল ময়াল সাপ উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ইটামাড়া গ্রাম সংলগ্ন আমবাগানে মঙ্গলবার সকালে জালে আটকে থাকা প্রায় ৬ ফুট লম্বা ওই সাপটিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। সাপটি জাল থেকে মুক্ত হতে ছটফট করতে থাকলে জানা যায় সাপটি আটকে আছে। কৌতুহলী জনতার ভিড় জমে যায় এলাকায়। খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে।

পলাতক আসামী সন্ধানের বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, পলাতক আসামীর নাম প্রদিপ কলই, ᵍ ডলপীন ᵍ সাফিনু পিতা- স্বদেশ কলই, ঠিকানা- জামির ছড়া, থানা- ধুমাছড়া, জেলাঃ-ধলাই ত্রিপুরা। অনেক খোঁজা- খুজির পরও উক্ত আসামী কে খোঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। উক্ত পলাতক আসামীর বিরুদ্দে মহামান্য আদালতে মামলা চলছে, যাহার মোকদ্দমা নাম্বার ঞ্চট্টখ্ব (ঢঞ্চ) ৩২ / ২০১৮, ড্ড/ছ ১২০ (স্ক)/৩৮৪ জ্জঞ্চখ্বঃ ১০/১৩ দ্ব ড্ডজ্রঙ(ঞ্চ) ঙ্থন্থ

উক্ত পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ-
পুলিশসুপার,
ধলাইজেলা, আমবাসা দুরাভাষনম্বর :-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশকন্টোল,ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস) ৯৪৩৬৯৭২৬০ (মোবাইল)
ICA/D-089/25

স্বাক্ষর:-
মিথির লাল দাস
পুলিশসুপার ধলাই জেলা,আমবাসা

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA IS INVITING FRESH TENDER IN SEALED COVERED QUOTATION FROM THE BONAFIDE VEHICLE OWNERS/ AGENCIES FOR HIRING OF 05(FIVE) NOS. LMV(BOLERO) FOR THE USE OF VARIOUS PSS OF GOMATI DISTIRCT. THE QUOTATIONS WILL BE RECEIVED ON 30/04/25 FROM 1000 HRS TO 1600 HRS IN THE OFFICE OF MT SECTION, DHAJANAGAR POLICE LINES AND THE QUOTATION WILL BE OPENED ON THE SAME DAY AT 1700 HRS. BY A BOARD OF OFFICERS IN PRESENCE OF REPRESENTATIVES OF VEHICLE OWNERS/AGENCIES WILLING TO REMAIN AT THAT TIME. THE TENDER FORM INCLUDING TERMS AND CONDITION MAY BE COLLECTED FROM THE MT SECTION, DHAJANAGAR POLICE LINES, GOMATI DISTRICT FROM 22 /04/2025 TO 30/04/2025 DURING OFFICE HOURS.
ICA/C-244/25

SUPERINTENDENT OF
POLICE GOMATI DISTRICT.UDAIPUR.

NOTICE INVITING TENDER

Sealed cover tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura commercial bid & technical bid separately from the bonafide Suppliers/ firms/Agencies for supplying of general store articles and other related items for use by the office of the Superintendent of Police, North Tripura Dharmanagar for the year 2025-26.
A copy of tender notice may be obtained from the office of the under signed on any working day during office hours up to 1600 Hrs. The closing time/ date of tender is at 1600 Hrs on 14/05/2025 and may be opened on the same day, if Possible.
ICA/C/238/25

Superintendent of Police
North Tripura Dharmanagar

রোয়াপুরমের কাছে লাইনচ্যুত ট্রেন, বিঘ্নিত রেল পরিষেবা

চেন্নাই, ২২ এপ্রিল (হি.স.): চেন্নাইয়ের রোয়াপুরমের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি ইএমইউ ট্রেন। মঙ্গলবার আভাদি থেকে চেন্নাই বিচের দিকে যাত্রা করা একটি ইএমইউ ট্রেন রোয়াপুরম স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। রোয়াপুরম এবং চেন্নাই বিচ স্টেশনের মধ্যে লাইনচ্যুত হয় ট্রেনটি। ট্রেনের তৃতীয় বগিটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়, তবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে লাইনচ্যুত চাকাগুলি মেরামত করে। রোয়াপুরম এবং চেন্নাই বিচের মধ্যে ট্রেন পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চেন্নাই বিচ শহরতলির ইয়ার্ড ছেড়ে যাওয়ার সময়, আভাদি ইএমইউ-এর একটি কোচ মঙ্গলবার বেলা ১১.০৮ মিনিট নাগাদ লাইনচ্যুত হয়ে যায়। তখন ট্রেনটির গতি ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার ছিল। কোনও যাত্রী বা কর্মীর কোনও ক্ষতি হয়নি। মূল লাইন পরিষ্কার থাকায় এর ফলে ট্রেন চলাচলে কোনও প্রভাব পড়েনি।

হোজাই জেলান্তর্গত ডবকায় আলট্রা বাস-অল্টো সংঘর্ষ, হত দুই মহিলা

হোজাই (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : হোজাই জেলার অন্তর্গত ডবকায় যাত্রীবাহী আলট্রা বাস এবং অল্টো কারের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেছেন দুই মহিলা। একই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন অল্টো-চালক। নিহত দুই মহিলাকে পশ্চিম কারবি আংলঙের সাতগাঁও এলাকার বাসিন্দা নজনি তিমুংপি এবং রজনী বেপি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

PNIe-T NO:- 06/EE-1/ 2025-26, Dated 17/04/ 2025

The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 08-05-2025 for 02 (Two) Nos. Maintenance work. For details visit https:// tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/231/25

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION
NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST
TRIPURA

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শরীরচর্চা সেরা রচনা

শরীরচর্চা হল যেকোন শারীরিক কার্যক্রম বা শারীরিক ব্যায়াম যা আমাদের দেহের সুস্থতা রক্ষা এবং অনাক্রম্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে শরীরচর্চার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তা যুগ যুগ ধরে বার বার প্রমাণিত হয়ে এসেছে। হাজার হাজার বছর পূর্ব সময় থেকেই মানবসভ্যতার মধ্যে শরীরচর্চার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা আজও বর্তমান। আজ এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা শরীরচর্চার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করবো।

শরীরচর্চা কী?

শরীরচর্চা বলতে আমরা সাধারণত যেকোনো শারীরিক সক্রিয়তাকে বুঝি যা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তথা আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উপযুক্ততা বৃদ্ধি করে। আমাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর কার্যকর অবদান রয়েছে; যেমন- পেশির শক্তি বৃদ্ধি করা, শারীরিক বলিষ্ঠতা এবং সহনশীলতাকে তীক্ষ্ণ করে তোলা, দৈহিক ওজনের সঠিক পরিমাপ বজায় রাখা তথা শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা এবং মনে আনন্দ প্রদান করা ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে শরীরচর্চা আমাদের শরীরের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ক্রমশ গতিশীল করে তোলে, যার ফলে দেহের সকল প্রকার জড়তা থেকে আমরা শরীরকে মুক্ত এবং সুস্থ সবল রাখতে পারি।

শরীরচর্চার প্রকারভেদ- শরীরচর্চা বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে। কেউ কেউ খুব সাধারণ ভাবে শরীরচর্চা করে থাকেন, যেমন হাঁটা, দৌড়ানো, লাপ-ঝাঁপ দেয়া, সাঁতার কাটা, দৌড় খেলা, ব্যায়াম করা এবং যোগ ব্যায়াম করা। আবার অনেকে ফুটবল, লন টেনিস, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, হকি, ব্যাডমিন্টন এবং কাবাডি প্রমুখ খেলাধুলার মধ্য দিয়ে উন্নতমানের শরীরচর্চা করে থাকেন।

শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়- শরীরচর্চা এবং ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় রয়েছে, সঠিক সময়ে সঠিক শরীরচর্চা পদ্ধতি আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উপযোগী। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই বিষয়ে অবগত যে, সকাল এবং বিকাল হল শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়। তাছাড়া স্নান করার সময় কিছুক্ষণ সাঁতার দেওয়া উপযুক্ত। ঘুম থেকে ওঠার পর যোগ ব্যায়াম করার উপযুক্ত সময়। ঘুম থেকে উঠে সকালে হাঁটা, এবং বিকেল থেকে সন্ধ্যার সময়কালে হাঁটা বা খেলাধুলা করা স্বাস্থের পক্ষে উপযোগী।

শারীরিক সুস্থতায় শরীরচর্চার প্রভাব- শারীরিক সুস্থতার প্রধান উপায় হলো ব্যায়াম এর মাধ্যমে শরীরচর্চা। ব্যায়াম ছাড়া কোনো মানুষ শারীরিকভাবে সর্বদা সুস্থ থাকতে পারেন না। ব্যায়াম তথা খেলাধুলা শুধুমাত্র দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায় যে তা না, আমাদের মনেরও উন্নতি সাধন করে; কারণ, মন ছাড়া দেহ একা কখনো চলতে পারে না।

দেহ হল মনের আধার, তাই শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতি হওয়ার মধ্য দিয়ে মনের উন্নতিও হয়। আমদের মন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করে অর্থাৎ মস্তিষ্ক দ্বারা সবকিছু পরিচালিত হয়, আর মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মস্তিষ্ক। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় না থাকলে আমাদের দেহ অচল হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবে কাজের সমন্বয় সাধন ঘটে। আর ব্যায়াম এসকল অঙ্গের সুষম উন্নতি সাধন করে।

রোগ প্রতিরোধে শরীরচর্চার প্রভাব- সুস্থ থাকতে হলে শুধু স্বাস্থ্যকর খাবার নয় বরং নিয়মিত শরীরচর্চারও প্রয়োজন। শরীরচর্চা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নানা রকম শারীরিক সমস্যা থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে। নিয়মিত শরীরচর্চা উচ্চ রক্তচাপ, সংবহন তন্ত্রের জটিলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদির মতো নানাবিধ জটিল রোগব্যাধি প্রতিরোধ করে।

প্রতিদিন কিছু সময় হাঁটলে বা দৌড়ালে কিংবা অন্য পদ্ধতিতে শরীরচর্চা করলে রক্তচাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা কম হয়, কোলেসট্রল নিয়ন্ত্রণে থাকে; যার ফলে আমাদের রক্তনালিতে কোনোভাবেই চর্বির পুরু আস্তরন জমতে পারে না, এভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। অন্যদিকে শরীরচর্চা হাড়ের ক্ষয়ও রোধ করে এবং ক্যান্সারের সম্ভাবনা থেকেও আমাদের দূরে রাখে।

শরীরচর্চার প্রভাবে মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় এবং এই রাসায়নিক পদার্থগুলো আমাদের মনকে প্রফুল্ল রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এমনকি শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির পাশাপাশি রাসায়নিকগুলো চেহারায় লাবণ্যও বৃদ্ধি করে। নিত্য ব্যায়াম এবং শরীরচর্চা করার ফলে আমাদের দেহের প্রতিটি কোষে ভালো পরিমাণে অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহ হয় এবং এভাবেই হৃদযন্ত্র এবং রক্তনালিও সচলভাবে কাজ করে, যা আমাদের কর্মস্পৃহা বাড়ায় এবং কাজে-কর্ম ও লেখাপড়ায় মনোসংযোগ বৃদ্ধি করে বিভিন্ন কারণে শরীরচর্চা জরুরী, যেমন- মাংসপেশী ও সংবহন তন্ত্র সবল করা, শারীরিক ওজন নিয়ন্ত্রণ করা, ক্রীড়া-নৈপুন্য বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি। অন্যদিকে যারা ঘুমের সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য ব্যায়াম অত্যন্ত উপকারি। ব্যায়ামের অভ্যাস যেমন অনিদ্রার সমস্যা দূর করে, তেমনি অতি নিদ্রাও হ্রাস পায়। সুতরাং নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে ঘুমের সকল রকম সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শরীরচর্চার উপায়- শরীরচর্চার করার ক্ষেত্রে মানব মনের সচেতন প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমাদের পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা সমানভাবে থাকা জরুরি। শৈশবকাল থেকেই আমাদের সকলকে মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলা এবং নানান রকম ব্যায়ামের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয় এবং এভাবেই সকলের স্বাস্থ্য-সচেতনতা গড়ে তুলা উচিত, কারণ শরীরচর্চার অন্যতম উপায় হল যোগব্যায়াম।

প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় সাধকরা এই যগে-ব্যায়াম উদ্ভাবন করেছিলেন, দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা গতিশীল রাখা এবং শরীরকে সুস্থ ভাবে কর্মোপযগোী করে তলো ছিল এই উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া আজকাল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে যগেব্যায়ামের সাফল্য অনস্বীকার্য। অন্যদিকে যোগব্যায়াম সহ নানা রকম খেলাধুলাও শরীরচর্চার করার পক্ষে বিশেষ হিতকর বলে মনে করা হয়। কিন্তু একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে যে, অনিয়মিত ব্যায়াম শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই নিয়মিত ব্যায়াম এবং পরিমিত তথা পর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণই হল শরীরকে সুস্থ রাখার সঠিক উপায়।

শরীরচর্চা উপভোগ করা কেন জরুরী - আজকাল জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়ে গেছে। নতুন নতুন জিমে যোগদান করা মানুষের কাছে মেশিনের মাধ্যমে শরীরচর্চা করাটা শুধুই মেদ ঝরানোর একটি উপায়মাত্র। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে শরীরচর্চা শুধুমাত্র মেদ ঝরায় যে তা না, বরং আমাদের মনকেও সুস্থ রাখে, তবে যদি আমরা এই শরীরচর্চা উপভোগ করি তবেই এর সঠিক ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই জিমকে মেদ ঝরানোর কারখানা বলে মনে করেন, সেহেতু তারা শরীরচর্চাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন না, আর কোনোও কাজ যখন উপভোগ করার চেয়ে প্রয়োজন মনে করে করা হবে, তখন সেই কাজের পূর্ণ সুবিধা পাওয়াও যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই জোর করে জিমে না গিয়ে বরং হাঁটুন, সাইক্লিং করুন কিংবা দৌড়ান। শরীরচর্চা উপভোগ করতে পারলেই এর দ্রুত উপকারও পাওয়াও সম্ভব হবে।

শরীরচর্চায় বৈচিত্র্য - একই খাবার প্রতিদিন খেতে কি আপনার ভালো লাগে? নিশ্চয়ই লাগে না। ঠিক তেমনই প্রতিদিন একই ধরনের শরীরচর্চা করতেও ভালো লাগার কথা না। কোনো দিন যদি জিমে বেশি ঘাম ঝরিয়ে থাকেন তবে পরের দিন এমন কোনোও শরীরচর্চা করুন, যার ফলে আপনার শরীরের ওপর তেমন চাপ না পড়ে। ঘুরে ফিরে সকল রকম শরীরচর্চা করতে পারলে শরীরও যেমন ভালো থাকবে, তেমনভাবেই শরীরচর্চার ওপরেও কোনো বিরক্তি ভাব আসবে না।

উপসংহার-আমরা সকলেই জানি যে স্বাস্থ্য আমাদের অমূল্য সম্পদ। তাই স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে নিয়মিত শরীর চর্চা করা জরুরি, কারণ শরীর যদি ঠিক না থাকে তবে মনও ঠিক থাকবে না এবং মন দিয়ে কোনও কাজ করা যাবে না। তাই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা শারীরিক ব্যায়াম বা শরীরচর্চাকে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি বলে দাবি করেন। এজন্য বলা হয় যে শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা রক্ষার্থে শরীরচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাড়ির স্বল্প জায়গার মধ্যে করুন কালোজিরে চাষ

রান্নার অন্যতম উপাদান মশলা। এখন মশলা চাষ করে ৯৮ভাল আয় করার সুযোগ রয়েছে। বাঙালির হেঁশেলে মশলার অন্যতম উপাদান কালোজিরে। এর নিজস্ব গন্ধ খাবারের স্বাদ আনতে পারে। সুবাস মন ভারায়। শুধু খাবারের মশলা হিসেবে নয়, কালোজিরের গন্ধে পোকামাকড় দূরে থাকে। জামাকাপড় সংরক্ষণে তাই অনেকে একটি ব্যবহার করেন। আবার সর্দিজ্জ্বর সারাতেও কালোজিরে কাজে দেয়। মৌমাছি, বোলতা, বিছে কামড় দিলে ক্ষতস্থানে কালোজিরে বেঁটে লাগালে উপশম দেয়। কালোজিরে চাষ করে বাল আয়েরও সুযোগ রয়েছে। মূলত শীতকালীন ফসল এটি। অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত কালোজিরের বীজ বোনোর উপযুক্ত সময়। ভাল করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। মাটির সমান করে নিতে হবে। আল দিয়ে ১.৫ মিটার বাই ৫ মিটার মাপের প্লট করে নিতে হবে। দুইটি প্লটের মাঝে ৩০ থেকে ০ সেমি ৪০ সেমি নালা রাখতে হবে সে বা নিকাশির জন্য। প্রতি একরে ৩ কেজি বীজরে প্রয়োজন। বীজ বোনার আগের দিন জলে ভিজিয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। তাতে অঙ্কুরদোগম তাড়াতাড়ি হয়। বীজ বোনার আগে কেজি প্রতি ৩ গ্রাম হিসেবে এগ্রোসান জি-এন বা সেরেসান দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। উন্নত জাত হিসেবে এনএস-৪৪, এনএস-৩২ প্রভৃতি চাষ করা যেতে পারে। জমি তৈরির সময়

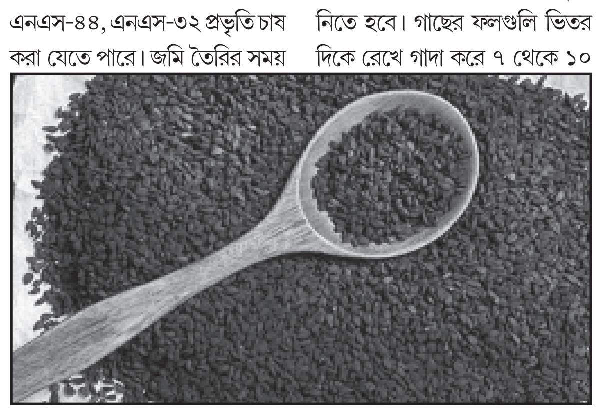

প্রতি একরে ৬-৮ টন গোবর সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া জমি তৈরির সময় ১০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কোজি ইউরিয়া চাপান সার হিসেবে দিতে হবে। এই সময় গাছ ৫ সেমি লম্বা হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭-৮ সেমি রেখে বাকি চারা তুলে দিতে হবে। ৫০-৬০ দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করতে হবে। বীজ বোনার ৩-৪ দিনের মধ্যে হালকা সেচ দিতে হয়। প্রথম নিড়ানির পর দ্বিতীয় সেচ ও গাছে ফুল আসার মুখে অর্থাৎ ৮০-৮৫ দিনের মাথায় সেচ দিতে হবে।

কাটুই পোকা গাছের প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। চাষের সময় মাটিতে সার প্রয়োগ করলে উপকার মেলে। ফল ছিদ্রকারী পোকা ফল আসার সময় ক্ষতি করে। পোকার লার্ভা বা শুককীট গাছের ক্ষতি করে। বাড়ন্ত ফলের গা ফুটো করে দেয়। ফলের নরম অংশ খেয়ে ফেলে। পোকা দেখা দিলে গাছে প্রতি লিটারে ৩-৪ গ্রাম হিসেবে অথবা নুভাক্রন প্রতি লিটারে ১.৫ মিলি হিসেবে ৭-১০ দিন অন্তর দুইবার স্প্রে করতে হবে। গাছের যেকোনও অবস্থায় ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ লাগা গাছ আচমকা শুকিয়ে মারা যায়। রোগ দমনে বীজ বোনার আগে ক্যাপটান বাা ব্যাভিসটিন প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে দুই গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। ধসা রোগের আক্রমণে গাছের পাতায় গাঢ় রঙের দাঘ দেখা দেয়। শেযে গাছের পাতা ও কান্ড শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। মেঘলা ও ভেজা আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ বেশি। আক্রান্ত গাছে ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটারে দুই গ্রাম হিসেবে স্প্রে করতে হবে। ১০-১২ দিনের মাথায় আবার স্প্রে করতে হবে। গাছ ও ফলের রঙ হলদে হতে শুরু করলে গোড়া-সহ গাছ তুলে নিতে হবে। গাছের ফলগুলি ভিতর দিকে রেখে গাদা করে ৭ থেকে ১০ দিন জাঁক দিতে হবে। পরে গাছ ছড়িয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো গাছ পিটিয়ে বা মাড়াই করে কালোজিরে সংগ্রহ করে নিতে হবে। প্রতি একরে ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি বীজ পাওয়া সম্ভব। তার জন্য উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে। সতর্কতা নিতে হবে ও সঠিক নজরদারি রাখতে হবে।

গুণীজনের সম্ভারে উদ্বোধনের সমৃদ্ধি

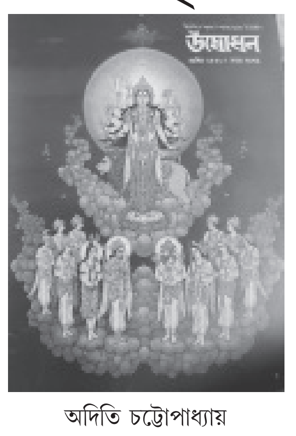

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

মন বিক্ষিপ্ত হলেই মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসে আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করতে চায়। কিন্তু ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা স্মরণ করে বলা যায়, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই যদি একহাতে সংসার ধর্ম পালন করা যায় আর একহাতে ঈশ্বরকে ধরে রাখা যায় তাহলে ক্ষতি কি ! স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় রামকৃষ্ণ মঠ কলকাতার বাগবাজার থেকে 'উদ্বোধন' বইটিতে একদিকে যেমন বহু তথ্য সম্পর্কিত লেখা ঠাই পেয়েছে ঠিক তেমনই গুণীজনের লেখায় সমৃদ্ধ স্বরূপ বইটি বহু অজানাকে তুলে ধরেছে জনতার দরবারে।

'উদ্বোধন' ১৪৩১ সালের শারদীয়া সংখ্যায় স্বামী অব্যক্তানন্দের 'চরণ ছুঁয়ে' লেখাটি পরে একবাক্যে মন ছুঁয়ে গেল বলা যায়। যেখানে লেখক বলেছেন, '১৯১৭ সালের গরমে প্রথম জয়রামবাটী যাওয়া হয় ইন্দ্রদয়ালবাবু, মোক্ষদাবাবু ও যতীনবাবুর সঙ্গে। তখন স্বামী অব্যক্তানন্দ সিলেটের গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের ছাত্র। তাঁর জয়রামবাটী যাওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল শ্রী শ্রী মায়ের দর্শন এবং তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও আগামী দিনের আধ্যাত্মিক পথের নির্দেশ লাভ ও সেইমতো অনুসরণ করা'। উদ্বোধনের 'অংকট বংকট' অধ্যায়ে লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মাঝে মাঝে আমি এইরকম ভাবি। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাঁর ঘরটিতে বসে আছেন। আর আমি গুটি গুটি একটা শামুকের মতো তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হয়েছি। সময়টা ধরা যাক সকাল ৯ টা। শরৎকাল। আকাশের রং জলে ধোওয়া ঝকঝকে নীল। তাকালে যেন অনেক গভীর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তুলোর মতো তুলতুলে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ মহানন্দে ফুল্ল কুসুমের মতো ভেসে ভেসে চলেছে। কাঁচা হলুদের মতো রোদ। চারিদিকে যেন আনন্দের ধারা বইছে। রবীন্দ্রনাথের বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারার মতো'। পবিত্র সরকারের 'আমার বই পড়া' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'বই পড়া নিয়ে এতভাবে লেখা হয়েছে আর এতভাবে লেখা যায় যে, তাই নিয়ে একটা অতি শুষ্ক ও বিরক্তিকর আস্ত বই লেখা যেতে পারে। যে বই আমি নিজে প্রাণ গেলেও পড়তে চাইবো না। কারণ সে বই পড়তে গিয়ে পাঠকের বই পড়া সম্বন্ধে সমস্ত আগ্রহ উধাও হয়ে যেতে পারে। আমি আশা করি, আমার এই লেখা পাঠককে সেইদিকে প্ররোচিত করবে না। তবে ব্যাপারটা আগেভাগে একটু পরিষ্কার করে নিতে বলি যে এ সম্বন্ধে সব লেখাই মূলত দুটি ধারা ধরে চলে। সেই দুটো ধারা পরস্পর নিরপেক্ষ বা নিসম্পর্কিত নয়। এক, বই কেন ভাল কথাটা থেকেই বই পড়া কেন ভাল কথাটা বর্তায়। আর তার সূত্র ধরেই আসে গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরির মহিমা, বইমেলার মহিমা, মানুষের মধ্যে বা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বই পড়া কমে যাচ্ছে বলে উদ্বেগ এবং বই পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনার জন্য নানা রকমের প্রকল্প'। উদ্বোধনের শুভ্রকান্তি দেত্তর 'বাজলো তোমার...' কবিতায় 'ভোরের শিউলির আদুরে মিষ্টি গন্ধের সাথে', শ্যামলকান্তি দাশের 'তুমি জেগে আছ' কবিতায়, 'মস্ত বড় একটা আকাশের কিনার ঘেঁষে, তুমি বসে আছ, বছরের পর বছর' কবিতাগুলি অনবদ্য। এছাড়াও উদ্বোধনের স্বপনকুমার ঠাকুর, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, লোকনাথ চক্রবর্তী, স্বামী সুবীরানন্দ, স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, প্রজিতবিহারী মুখোপাধ্যায়, স্বামী চেতনানন্দ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অশোক কুমার দাস, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী নিত্যমুক্তনন্দ, জয়ন্তী বসু, জয়া মিত্র, পীযূষ আশ, শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমৃদ্ধশালী লেখনী ও কৃষ্ণা বসু, যশোধরা রায়চৌধুরী, সুশীল মণ্ডলের কবিতা জনসমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দের সম্পাদনায় সুন্দর দেব প্রচ্ছদ বিশিষ্ট বইটির মূল্য ২০০ টাকা।

ডাবের জলের এই ৬ উপকারিতা

ঋতু বদলের এই সময়টায় রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় মানব দেহে। তাই এই সময়ে শরীরের প্রতি বাড়তি নজর রাখা জরুরি। বাইরে বের হওয়ার আগে সাথে অবশ্যই জল রাখুন। সেই সাথে মাঝেমধ্যে ডাবের জল পান করুন। কারন এর রয়েছে অনেক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উপকারিতা। এটি অত্যন্ত উপকারী ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিহীন একটি প্রাকৃতিক পানীয়। চলুন জেনে নেই এর বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে।

কিডনির সুরক্ষায়ডাবের জলের অসাধারণ স্বাস্থ্যোপকারিতাগুলোর একটা হলো কিডনিতে পাথর জমতে বাঁধা দেওয়া। স্ফটিকজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এই যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে ডাবের জল কিডনি থেকে এই স্ফটিকজাতীয় পদার্থ মূত্রত্যাগের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দিতে যথেষ্ট কার্যকর ভুমিকা রাখে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ডাবের জল। ফলে হৃদঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। পাশাপাশি অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ডাবের জল শরীরের ভেতরে অতিরিক্ত সুগার লেভেলকেও নিয়ন্ত্রয়ে আনতে ভুমিকা রাখে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডাবের জলের মধ্যে কিছু এন্টি ব্যাকটেরিয়াল ও এন্টি ভাইরাল উপাদান থাকায় এই জল ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস মারতে অনেক কার্যকরী ভুমিকা রাখে। তাই প্রত্যেক দিন খাবারসহ অন্যান্য মাধ্যমে আমাদের শরীরে যেসব ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রবেশ করে সেগুলো মারার জন্য এক গ্লাস ডাবের জল খাওয়া যেতে পারে। হজম শক্তি বৃদ্ধি ও বদহজম দূর ডাবের জল কাজ করে হজম সমস্যা সমাধানে। হজম শক্তি বৃদ্ধিসহ বদহজম দূর হয় ডাবের জল। ডাবের জল গ্যাসট্রিক , আলসার , কোলাইটিস , ডিসেন্টি এবং পাইলসের সমস্যা দূরীকরণেও সাহায্য করে।

ওজন কমাতে ডাবের জলের চমতকার ভুমিকা রয়েছে ওজন কমাতে। এতে কোনো চর্বি বা কোলেস্টেরল থাকে না ও এতে চিনির পরিমাণও অল্প থাকায় নিশ্চিন্তে পান করা যায় যতটুকু ইচ্ছা। এছাড়াও চর্বি ধ্বংস করতেও সাহায্য করে ডাবের জল। প্রচুর পরিমাণে খনিজ উপাদান থাকায় বাড়ন্ত শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই উপকারী এই ডাবের জল পান করতে পারেন। ডাবের জল যথেষ্ট ভুমিকা রাখে তারুণ্য ধরে রাখতে। ত্বক সুন্দর রাখতে ডাবের জল ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী। প্রায় ৯৪ শতাংশই জল থাকে একটি ডাবে। এই জল সাহায্য করে ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা সহ পুরো দেহের শিরা-উপশিরায় সঠিকভাবে রক্ত চলাচল করতে। ডাবের জল বেশি পান করলে কিডনির কাজ করতে সুবিধা হয়, দেহে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহ বাড়ে। ফলে ত্বকসহ প্রতিটি অঙ্গে পৌঁছায় বিশুদ্ধ রক্ত এবং পুরো দেহ সতেজ ও শক্তিশালীহয়ে ওঠে। তবে যেকোনো খাবার নিয়মিত খাওয়ার আগে আপনাকে বুঝতে হবে শরীরের অবস্থা। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিন।

আনারস খাওয়ার কি উপকারিতা

মৌসুমী ফল আনারস। অসংখ্য গুণে গুনান্বিত এই ফলটি। প্রতিবছরের এই সময়টায় বাজারে ভরে যায় ছোট-বড় আনারসে। এই ফল যেমন শরীরে জলের চাহিদা মেটায়, তেমনি বাড়তি পুষ্টিগুণ পেতে কোন জুড়ি নেই। মোটামুটি দেশের বিভিন্ন জেলাতে চাষ হয় আনারস। গ্রীস্মের সময় খুবই জনাপ্রিয় একটা ফল হিসেবে পরিচিত আমাদের দেশে। ভিটামিন সি থাকার কারণে আনারস সর্দি, কাশির উপশম হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। চলুন জেনে নেই আনারসের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে। রক্ত জমাটে বাধা দেয়

এই ফল দেহের রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে শিরা ধমনির দেয়ালে রক্ত না জমার জন্য সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত যেতে পারে। হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে। আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃদপিণ্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে। চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় অনেক গবেষণায় দেখা যায়, আনারসের ম্যাকুলার ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। আমাদের চোখের রোটিনা নষ্ট করে দেয় এবং আমরা ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায় এই রোগটির কারণে। আনারসে রয়েছে বেটা ক্যারোটিন তাই এটি প্রতিদিন খেলে চোখের রোগ হওয়ার সম্ভবনা ৩০ শতাংশ কমে যায়। এতে সুস্থ থাকে আমাদের চোখ।

হজমশক্তি বাড়ায় আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ কার্যকর আনরস। এতে রয়েছে ব্রোমেলিন, যা আমাদের হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। বদহজম বা হজমজনিত যেকোন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন এটা খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হাড় গঠনে সাহায্য করে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে আনারসে। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ম্যাঙ্গনিজ হাড়কে করে তোলে মজবুত।প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিমিত আনারস রাখলে হাড়ের সমস্যা জনিত যেকোন রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষায় আনারসের রয়েছে প্রচুর পরিমানের ক্যালসিয়াম যা দাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ন রাখে। মাড়ির যে কোন সমস্যা সমাধান করতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন আনারস খেলে দাতে জীবাণুর আক্রমণ কম হয় এবং দাত ঠিক থাকে।

পুষ্টির অভার দূর করে পুষ্টির বড় একটি উতস আনারস। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পূরণ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এসব উপাদান।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে শুনতে অবাক লাগলেও আনারস আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে। কারণ আনারসে প্রচুর ফাইবার এবং অনেক কম ফ্যাট রয়েছে। কাচা আনারস বা সালাদ হিসেবে এর ব্যবহার অথবা আনারসের জুস অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। লিভার ও অন্ত্র ব্রমেলিন অ্যান্টি প্যারিসটিক। আনারস নিয়মিত খেলে লিভার ও অন্ত্রের উপকার হয়।

মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে সুদীপ বর্মনের নেতৃত্বে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মিজোরামে মায়ানমারি শরণার্থীদের মালিকানাধীন ৬০টি চিনা বাইকের টায়ার খুলে অচল করেছে পুলিশ

আইজল, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : মিজোরামের লুংলেই জেলার অন্তর্গত লুংলেই স্যাটেলাইট এলাকার ত্রাণ শিবিরে বসবাসকারী মায়ানমারের শরণার্থীদের ব্যবহৃত ৬০টি চিনে তৈরি কেনবো মোটরবাইকের টায়ার খুলে অচল করে দিয়েছে জেলা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে এ খবর দিয়ে লুংলেইয়ের পুলিশ সুপার জেরোম লালমুয়ানকিমা জানান, স্যাটেলাইট এলাকায় অবস্থিত ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত মায়ানমারের শরণার্থীদের ব্যবহৃত চিনে তৈরি ৬০টি কেনবো ১২৫ সিসি মোটরবাইকের সামনের টায়ার খুলে দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে গত শুক্রবার থেকে। তিনি জানান, মোটরবাইগুলির রিম সহ টায়ার খুলে হয়েছে। মোটরবাইকগুলিকে ক্যাম্পের তিনটি পৃথক স্থানে রাখা হয়েছে। শরণার্থীরা যখন মায়ানমারে ফিরে যাবেন, তখন টায়ারগুলি ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে।

পুলিশ সুপার জেরোম লালমুয়ানকিমা জানান, শরণার্থীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে তাদের মোটরবাইক নিয়ে চলাচল করেন। তাদের বেপরোয়া বাইক চালনায় উদ্বিগ্ন জেলার পুলিশ প্রশাসন। ওই উদ্বেগের দরুনই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, সোমবার থাইজল ক্যাম্পের শরণার্থী নেতাদের সাথে পুলিশ সুপারের অফিসে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন শরণার্থী কল্যাণ সচিব, গ্রাম পরিষদের সভাপতি এবং শরণার্থী ইনচার্জ। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি কোনও শরণার্থী রাতারাতি শিবিরের বাইরে থাকতে চান, তা-হলে সংশ্লিষ্টকে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে আগে জানাতে হবে।

পুলিশ সুপার লালমুয়ানকিমা জানিয়েছেন, সপ্তাহে দুবার শরণার্থী শিবিরগুলিতে কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পরিদর্শন করবেন পুলিশের আধিকারিকরা।

শ্রীভূমি জেলায় বরাদ্দ মে মাসের পিএমজিকে এওয়াই-এর চাল

শ্রীভূমি (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনার অধীনে মে মাসের প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা (পিএমজিকেএওয়াই)-র বিনা মূল্যের চাল বরাদ্দ করা হয়েছে শ্রীভূমি জেলায়।

শ্রীভূমি জেলা খাদ্য ও গণবণ্টন বিভাগ থেকে বরাদ্দকৃত চাল অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার সুবিধাভোগীদের রেশন কার্ড পিছু ৩৫ কেজি এবং প্রায়োরিটি হাউজ হোল্ড রেশন কার্ডধারীদের মাথা পিছু ৫ কেজি করে বিনামূল্যে বণ্টন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে ভারতীয় খাদ্য নিগম কর্তৃপক্ষকে সাব-হোলসেলারদের জন্য বরাদ্দকৃত চালের পরিমাণ এক পত্র যোগে জানিয়ে দিয়েছেন শ্রীভূমির জেলাশাসক।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু থেকে খাদে গাড়ি, একই পরিবারের ৮ জনের মৃত্যু

দামোহ, ২২ এপ্রিল (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সেতু থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়লো গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা একই পরিবারের ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত কমপক্ষে ১২। তার মধ্যে ৫ জন গুরুতর আহত, তাদের দামোহ জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গুরুতর আহত পাঁচজনকে দামোহ জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জবলপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। গ্রিন করিডর তৈরি করে তাকে দামোহ থেকে জবলপুরে নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে একটি বোলেরো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মধ্যপ্রদেশের নওহাটা থানা এলাকার মহাদেব ঘাট সেতু থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়। তারা জগেশ্বর ধাম দর্শন করে বান্দকপুর থেকে ফিরছিল। ঘটনাস্থলেই ৪ জন মহিলা ও দুজন নাবালিকার মৃত্যু হয়। পরে আরও দুজনের।

যমুনোত্রীতে সফল বায়ুসেনার চিনুক হেলিকপ্টারের অবতরণ

দেহরাদূন , ২২ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরাখণ্ডের চার ধাম যাত্রাকে ঘিরে প্রস্তুতি চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। মঙ্গলবার যমুনোত্রী ধামে সফলভাবে অবতরণ করল ভারতীয় বায়ুসেনার চিনুক হেলিকপ্টার। এর ফলে এখন থেকে উত্তরকাশী থেকে যমুনোত্রী পর্যন্ত ভারী সামগ্রী সহজে পৌঁছানো যাবে।

বিগত বছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় এবার আগেভাগেই ত্রাণ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করছে প্রশাসন। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নির্দেশে উত্তরকাশীর জেলাশাসক চিনুক হেলিকপ্টার পাঠানোর জন্য বায়ুসেনার কাছে অনুরোধ জানান। জেলাশাসক জানান, ৩০ এপ্রিল থেকে যমুনোত্রীর যাত্রা শুরু হবে। তার আগে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বিপর্যয় প্রতিরোধমূলক কাজ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পৌঁছে দিতে চিনুক হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হবে।

বাংলায় প্রোইন্ডিয়া স্কুল ফুটসল ডেভেলপমেন্ট লিগ

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি. স.): এই প্রথম বাংলায় স্কুল ফুটসল ডেভেলপমেন্ট লিগ চালুর পরিকল্পনা। এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। কলকাতার স্প্রিং ক্লাবে এই খবর জানিয়েছেন এই লিগের প্রতিষ্ঠাতা অপরূপ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ২২৭ টি স্কুল অংশগ্রহণ করতে চলেছে। উল্লেখ্য, ৮-১২ বছর বয়সী শিশুদের সর্বাধিক অংশগ্রহণে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিনামূল্যে পৌঁছে দিতে তৎপরতা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলা ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আইএফএ অনুমোদিত ইভেন্ট। ভারতের জাতীয় পুরুষ ও মহিলা ফুটসল দলের বর্তমান কোচ যোশুয়া ভাজ ইতিমধ্যেই অপরূপ ফুটসল স্কুলে টেকনিক্যাল কনসালট্যান্ট হিসেবে যোগদান করেছেন। আন্তঃ স্কুল প্রতিযোগিতা এ রাজ্যের দুই জেলা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে আরম্ভ হয়েছে। পরবর্তীতে অন্যান্য জেলাতেও ছড়িয়ে পড়বে বলে জানা গেছে। নক আউট পর্যায়ে খেলা হবে এবং তা বছরভর চলবে। এই প্রতিযোগিতার পোশাকি নাম - 'জ্জচচ স্কনন্ডত্র শ্বড্ডস্কচ্ছ জ্রক্কওড্ডক্ক'। এর ব্যানারে হচ্ছে - প্রো ইন্ডিয়া স্কুল ফুটসল ডেভেলপমেন্ট লিগ।

শ্রীভূমিতে মে মাসের প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার চাল বরাদ্দ

শ্রীভূমি (অসম) ২২ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলায় জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনার অধীনে মে মাসের প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার (পিএমজিকেএওয়াই) বিনা মূল্যের চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। শ্রীভূমির খাদ্য ও গণবন্টন বিভাগ থেকে এই চাল অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার হিতাধিকারীদের রেশন কার্ড পিছু ৩৫ কেজি এবং প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড রেশন কার্ডধারীদের মাথা পিছু ৫ কেজি করে বিনামূল্যে বন্টন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে ভারতীয় খাদ্য নিগম কর্তৃপক্ষকে সাব হোলসেলারদের জন্য বরাদ্দকৃত চালের পরিমাণ এক পত্র যোগে জানিয়ে দিয়েছেন জেলা আয়ুক্ত।

”সুপ্রিম কোর্ট আমাদের তালিকা প্রকাশ করতে বলেনি”, দাবি ব্রাত্যের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): ”সুপ্রিম কোর্ট আমাদের তালিকা প্রকাশ করতে বলেনি”। মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা বললেন ব্রাত্য বসু।

যোগ্য - অযোগ্যদেব তালিকাপ্রকাশের দাবি নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, ”সুপ্রিম কোর্ট আমাদের তালিকা প্রকাশ করতে বলেনি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেও এমন কোনও কথা লেখা নেই”। কোনও তালিকা এসএসসি শিক্ষা দফতরকে দিতে পারে। তার ভিত্তিতে শিক্ষা দফতর কাজ করতে পারে। কিন্তু তালিকা প্রকাশের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দেয়নি।

তিনি বলেন, ”মুখ্যমন্ত্রী চাকরিহারাদের পাশে রয়েছেন। বিষয়টা এখনও সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। দ্রুত আমরা রিভিউ পিটিশনে যাচ্ছি। এ বিষয়ে এখনও আইনি প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।” ব্রাত্য জানান, আইনি পরামর্শ না-পাওয়ার কারণেই তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, “আমরা রিভিউ পিটিশন করছি। তাই এমন কোনও কিছু করা উচিত নয় যাতে আপনাদের রিভিউ পিটিশনকে দুর্বল করে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘিত হয় কিংবা আপনাদের বা আমাদের আদালত অবমাননা না হয়, তা আপনাদের বজায় রাখতে অনুরোধ করছি। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে যোগ দিতে অনুরোধ করছি উপযুক্ত শিক্ষকদের। বেতনের বিষয়ে আমাদের দফতর কাজ করে যাচ্ছে। এটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি। আগামিকালও ডিভিশন বেঞ্চে এসএসসির মামলা রয়েছে। আপনাদের জন্যই এসএএসসি লড়ছে। একমাত্র সরকারই আপনাদের পাশে রয়েছে।”

ব্রাত্যবাবুর বার্তার পরে এক চাকরিহারা সংবাদমাধ্যমে বলেন, “১৩ তারিখ বৈঠকে তিনি বলেছিলেন তালিকা দেবেন। এখন মনে হচ্ছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর কথায় আশা নিয়ে ২১ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। ভরসা তাঁদের উপর রাখা যায়, যাঁদের উপর ভরসা করে কারও সুফল পাওয়ার নিদর্শন রয়েছে। এখন হয় (তালিকা প্রকাশ) করতে হবে, না হয় আন্দোলন জারি থাকবে।”

মঙ্গলবার আগরতলায় ফায়াস সার্ভিসের কার্যালয়ের সামনে কংগ্রেস কার্যকর্তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

আন্দোলনরত মহিলাদের জন্য স্থানীয় তিনটি বাড়ির একতলা খুলে দেওয়া হয়েছে

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): আন্দোলনরত মহিলারা যাতে শৌচালয় ব্যবহার করতে পারেন, সেই কারণে স্থানীয় তিনটি বাড়ির একতলা খুলে দেওয়া হয়েছে।

এসএসসি ভবনের সামনে আন্দোলনস্থলে কোনও বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা হয়নি। অনেক শিক্ষিকাও রয়েছেন অবস্থানে। তাঁদের জন্য অবস্থানস্থলে কিছু বায়ো টয়লেটের প্রয়োজন। এই অবস্থায় স্থানীয় তিনটি বাড়ির একতলা খুলে দেওয়া হয়েছে।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের পাশে একটি পেট্রল পাম্প রয়েছে। আপাতত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেটি বন্ধ রাখা হয়েছে। কারণ, কমিশনের দফতরের সামনে আন্দোলন চলার কারণে পাম্পে গাড়ি প্রবেশ এবং বেরোনোর ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি জমায়েতের মধ্যে কেউ ধূমপান করলে দুর্ঘটনার ঝুঁকিও থেকে যায়। তাই অবস্থানস্থল থেকেই ঘোষণা করা হচ্ছে যাতে কেউ পেট্রল পাম্পের কাছাকাছি ধূমপান না করেন।

আন্দোলনরত শিক্ষকেরা এখনও অবস্থানে বসে রয়েছেন সল্টলেকে আচার্য সদন (এসএসসি ভবন)-এর সামনে। এসএসসির গেটের সামনে পুলিশকর্মীও মোতায়েন রয়েছেন।

আলোক স্বল্পতায় তৃতীয় দিনের খেলা বন্ধ হওয়ার আগে ৪ উইকেটে ১৯৪ রান তুলেছে বাংলাদেশ

সিলেট, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : আলোক স্বল্পতার জন্য বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ের প্রথম টেস্ট খেলা বার বার বিঘ্নিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিনে এসে পরিষ্কারভাবে চালকের আসনে বসেছে বাংলাদেশ। এক উইকেটে ৫৭ রান নিয়ে তৃতীয় দিনে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশের দিন শেষে করেছে ৪ উইকেটে ১৯৪। লিড ১১২ রানের। হাতে আছে ৬ উইকেট। অধিনায়ক শান্ত এখন ব্যাট করছেন ৬০ রানে। আর জাকেরের ব্যাটে এসেছে ২১ রান। চতুর্থ দিনে বড় লিডের আশায় তাদের ব্যাটের দিকেই তাকিয়ে থাকবে বাংলাদেশ।

উল্লেখ্য, সিলেট টেস্টের প্রথম ইনিংসে আগে ব্যাট করে ১৯১ রান অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। জবাবে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৭৩ রান করা জিম্বাবুয়ে পায় ৮২ রানের লিড। দ্বিতীয় ইনিংসে সে লিড টেক্কা দিয়ে এখন সফরকারীদের বড় লক্ষ্য ছুঁড়ে দেওয়ার মিশনে ব্যাট করছে বাংলাদেশ।স্কোর বোর্ড:

বাংলাদেশ: ১৯১ ও ৫৭ ওভারে ১৯৪/৪ (মাহমুদুল ৩৩, মুমিনুল ৪৭, নাজমুল ৬০ , জাকের ২১ , মুজারাবানি ৩/৫১, নিয়াউচি ১/২৮)।

জিম্বাবুয়ে ১ম ইনিংস: ২৭৩।

”আমাদের আমাদের কাজ করতে দিন, আপনারা আপনাদের কাজ করুন”, মন্তব্য ব্রাত্যর

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): আন্দোলনরত চাকরিহারাদের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর আশ্বাস, ”সরকার কোনও কড়া মনোভাব নেবে না। আমরা আলোচনা ও কাজে বিশ্বাসী”। এই সঙ্গে বলেন, ”আমাদের আমাদের কাজ করতে দিন, আপনারা আপনাদের কাজ করুন”।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, এসএসসি কাজ করছে শিক্ষকদের স্বার্থেই। তিনি আর্জি রাখেন, আন্দোলনকারী শিক্ষকরা যেন তাঁদের উপরই আস্থা রেখে, ক্লাসরুমে ফিরে যান। সেই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, ”কারও বেতন যখন আটকাচ্ছে না, তখন এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা কী?”

ব্রাত্যবাবু বলেন, “আইনি প্রক্রিয়া এখনও চালু তথা লাগু আছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে আমরা দায়বদ্ধ।

আমাদের এটিও মনে রাখতে হবে আমাদের সরকার, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সাম্প্রতিক আবেদনে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষকদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছে।”

এসএসসি সোমবার বেশি রাতের দিকে বিবৃতি দেওয়ার পর ব্রাত্যবাবু বলেছিলেন, “যাঁরা বঞ্চিত শিক্ষক, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো তাঁদের মাইনে পাওয়া নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তাই এই আন্দোলনেরও কোনও মানে নেই। আর যাঁরা ওখানে আছেন (এসএসসি দফতরের সামনে বিক্ষোভকারী চাকরিহারারা), তাঁদের অনেকেই হয়তো অযোগ্য। তাঁদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কোনও গাইডলাইন না দিলে তো আমরা কিছু বলতে পারি না।

দুধনৈয়ের ডামরায় উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার পচাগলা মৃতদেহ

দুধনৈ (অসম), ২২ এপ্রিল (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত দুধনৈ থানাধীন ডামরায় অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার পচাগলা মৃতদেহ। ডামরার রাংশি শ্মশান ঘাটের কাছে মহিলার মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে।

এদিকে জনৈক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে দুধনৈয়ের প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট তথা সার্কল অফিসার এবং থানা থেকে পুলিশের দল গিয়েছে ঘটনাস্থলে। প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মৃতদেহের প্রাথমিক ইনকুয়েস্ট করে গোয়ালপাড়া জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

মহিলাটি খুনের শিকার হয়েছেন বলে সন্দেহ করছেন স্থানীয়রা। তবে মহিলার ময়না তদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেনি পুলিশ।

লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডস : আরমান্ড ডুপ্ল্যান্টিস, সিমোন বাইলস শীর্ষ সম্মাননা পেলেন

মাদ্রিদ, ২২ এপ্রিল (হি.স.) : সোমবার মাদ্রিদে লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে পোল ভল্ট তারকা আরমান্ড ”মন্ডো” ডুপ্ল্যান্টিসকে লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টসম্যান অফ দ্য ইয়ার মনোনীত করা হয়েছে এবং আমেরিকার সর্বকালের সেরা জিমন্যাস্ট সিমোন বাইলস শীর্ষ মহিলাদের সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডে বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ীর তালিকা:

স্পোর্টসওম্যান অব দ্য ইয়ার : সিমনে বাইলস

স্পোর্টসম্যান অব দ্য ইয়ার : অ্যাডমন্ড ডুপ্লান্টিস

টিম অব দ্য ইয়ার : রিয়াল মাদ্রিদ

ব্রেকথ্রু অব দ্য ইয়ার : লামিনে ইয়ামাল

কামব্যাক অব দ্য ইয়ার : রেবেকা আন্দ্রাদে

স্পোর্টসপারসন অব দ্য ইয়ার উইথ অ্যা ডিজ্যাবিলিটি : জিয়াং ইউয়ান

অ্যাকশন স্পোর্টসপারসন অব দ্য ইয়ার : টম পিডকক

লরিয়াস স্পোর্ট ফর গুড : কিকফোরলাইফ লরিয়াস স্পোর্টস আইকন : রাফায়েল নাদাল

লরিয়াস লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট : কলি স্লাটার৫

লাখ টাকা পেরলো সোনার দাম

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): সোনার দামে রেকর্ড। মঙ্গলবার কলকাতার বাজারে কর যোগ করে সোনার দাম ছাড়াল লাখ টাকার গণ্ডি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চলতি মাসে সর্বোচ্চ দাম কোথায় উঠবে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। নজির গড়ে এদিন প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট পাকা সোনার দাম হয় ৯৭,৩০০ টাকা। কর যোগ করে ১ লাখ ২১৯ টাকা। এক ধাক্কায় দাম বেড়েছে গয়না সোনার দামও। কর ছাড়া তা ৯২,৪৫০ টাকা আর কর সহ ৯৫,২২৩.৫০ টাকা। চলতি সপ্তাহে খুচরো পাকা সোনার দাম বেড়েছে ৩০০০ টাকা।

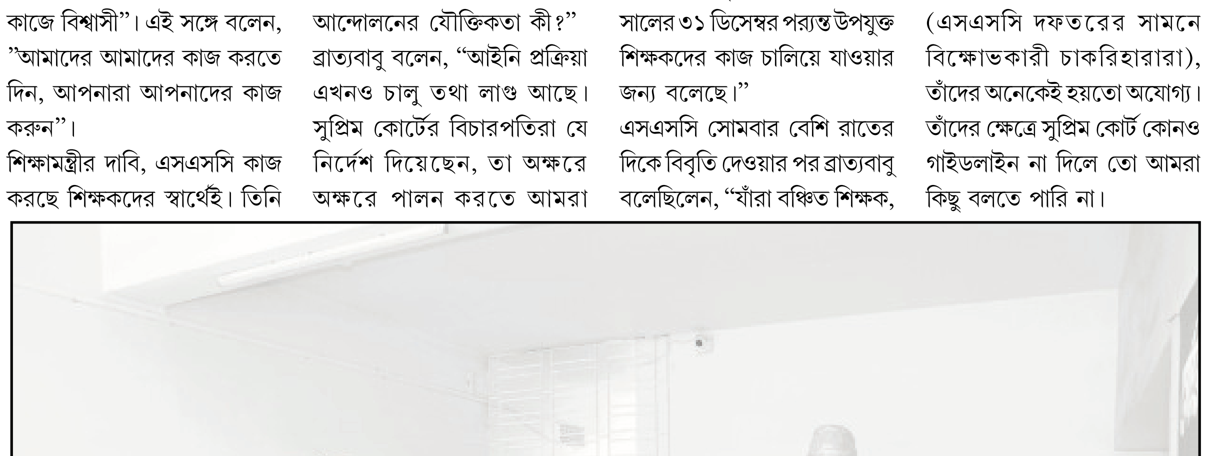

মঙ্গলবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে লেলিনের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর
অমিত শাহ জানান, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলায় ক্ষুব্ধ। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। যারা এই জঘন্য সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িত তাদের রেহাই দেওয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। অমিত শাহ এও বলেন, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে। শীঘ্রই শ্রীনগরের উদ্দেশে রওনা হয়ে একটি জরুরি নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠক হবে।
অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে হামলা চালাল জঙ্গিরা। মঙ্গলবার দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগাম জেলার বইসরন উপত্যকায় পর্যটকদের নিশানা করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গি হামলায় ৭-৮ জন পর্যটক আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও সুরক্ষা বাহিনী। গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী।
জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ বলেন, বিশ্বাসই হচ্ছে না, আমি হতবাক। আমাদের পর্যটকদের উপর এই হামলার ঘটনায় নিন্দার কোনও শব্দই যথেষ্ট নয়। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমি আমার সহকর্মী সাকিনা ইতু (জম্মু ও কাশ্মীরের মন্ত্রী)—র সঙ্গে কথা বলেছি এবং তিনি আহতদের জন্য সবকিছু ব্যবস্থার তদারকি করতে হাসপাতালে চলে গেছেন। আমি অবিলম্বে শ্রীনগরে ফিরছি। ওমর আব্দুল্লাহ এও বলেন, মৃতের সংখ্যা এখনও নিশ্চিত হয়নি, পরে তা জানানো হবে।

মানবিকতার নজির

● প্রথম পাতার পর
কিছু সময় পরেই প্রিন্সিপাল কিছুটা সুস্থবোধ করেন।
পরবর্তীতে অ্যাম্বুলেন্সে করে ড. রত্না চৌধুরীকে দ্রুত হাঁপানিয়া রাজ্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও উপস্থিত ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকরা মুখ্যমন্ত্রীর এই দ্রুত পদক্ষেপ ও সংবেদনশীল আচরণের প্রশংসা করেছেন। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সকলকে আশ্বস্ত করেন যে, প্রিন্সিপালের চিকিৎসা ও সুস্থতার বিষয়টি তিনি নিজে নজর রাখবেন।

মৃত্যু ভাইয়ের

● প্রথম পাতার পর
হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে ঘাতক গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বোনের বিয়ের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের উপকরণ আনতে বাজারে আসার পথে মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের। তার নাম দীপঙ্কর ঘোষ। বাড়ি আগরতলা ইন্দ্রনগর। তার বাবা নেই। মা এবং ছেলে মিলে বাড়ির সামনে ছোট টিফিন দোকান চালায়। এদিন দুপুরে দীপঙ্কর স্কুটার নিয়ে জয়গুরু আসতেই তাকে পিষে মেরে ফেলে একটি গাড়ি। যদিও ঘাতক গাড়ি চালক পালিয়ে যায়। দমকল বাহিনী এসে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকা ছাত্রকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছল। পরে খবর পেয়ে তার মা ছুটে গিয়েছেন হাসপাতালে। মৃতের মা জানিয়েছেন, দীপঙ্করের খুড়তুতো বোনের সামনে বিয়ে। তার আশীর্বাদের জন্য বাজারে যাচ্ছিল সে। কিন্তু জয়গুরু আসতেই পণ্যগাড়ি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে।

আহত শ্রমিক

● প্রথম পাতার পর
কিন্তু কাজ করার সময় বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে আসেন তিনি। বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। সাথে সাথে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে আইজিএম হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখান থেকে তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্নেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পোপের প্রয়াণে রাষ্ট্রীয় শোক কেরলে

তিরুবনন্তপুরম, ২২ এপ্রিল (হি.স.): পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে রাজ্যে রাষ্ট্রীয় শোকের কথা ঘোষণা করল কেরল সরকার। কেরল সরকারের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে। পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২২ এপ্রিল (মঙ্গলবার) এবং ২৩ এপ্রিল (বুধবার) দুই দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। এছাড়াও, শেষকৃত্যের দিন একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। রাষ্ট্রীয় শোক চলাকালীন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।
উল্লেখ্য, সোমবার প্রয়াত হয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। সোমবার ভ্যাটিকানের তরফে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। পোপ ফ্রান্সিস ইস্টার সোমবার (২১ এপ্রিল) ৮৮ বছর বয়সে ভ্যাটিকানের কাসা সান্তা মার্টায় তাঁর বাসভবনে মারা গিয়েছেন। ভ্যাটিক্যানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সোমবার সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে (স্থানীয় সময় অনুসারে) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

"শিল্পের সম্ভাবনা এগিয়ে চলেছে", সভায় দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ এপ্রিল (হি.স.): "কাল পেলেন শালবনি, আজ পেলেন গোয়ালতোড়, শিল্পের সম্ভাবনা এগিয়ে চলেছে।" মেদিনীপুরে প্রশাসনিক সভায় মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা বলেন। এ দিন তিনি গোয়ালতোড়ে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ১১২.৫ মেগাওয়াটের এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যয় ৭৫০ কোটি টাকা। মেদিনীপুর কলেজ মাঠে মঙ্গলবার প্রশাসনিক সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভা থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাসও করেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, যত বেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন হবে, তত বিদ্যুতের দাম কমবে। বক্রেশ্বর, পুরুলিয়ায় সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাসের পাশাপাশি উপভোক্তাদের হাতে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেন তিনি।
ডেউচা পাঁচামি প্রকল্প হয়ে গেলে আগামী ১০০ বছর ভাবতে হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই প্রকল্পে এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। তিনি বলেন, "অনেকে বলে কোথায় শিল্প, ওটা তো গল্প। শিল্পকে গল্পের পর্যায়ে ফেললে হবে না। কর্মসংস্থান আর্থিক উন্নতি করে।"

কে যোগ্য, কে অযোগ্য দেখার দরকার নেই, সভায় মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২২ এপ্রিল (হি.স.): ২০১৬-র এসএসসি পরীক্ষায় অনিয়ম নিয়ে চূড়ান্ত রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তাতে স্পষ্টতই ফাঁপড়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দাবি উঠছে, যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশমত পরীক্ষায় তাঁদের কারা যোগ্য, কারা অযোগ্য সেই তালিকা পেশ করা হোক। কিন্তু মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, 'প্রার্থীদের কে যোগ্য, কে অযোগ্য দেখার দরকার নেই।'মেদিনীপুর কলেজ মাঠে এ দিন প্রশাসনিক সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "আমি থাকলে এক সেকেন্ডে মিটিয়ে দিতাম। আমি মেদিনীপুরে ছিলাম। রাত পর্যন্ত কথা বলেছি। ঠিক মত বেতন পাচ্ছেন কি না সেটা দেখা দরকার। বাকিটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন।"
চাকরিহারাদের স্কুলে গিয়ে ক্লাস নিতে বলার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেন গরমের মধ্যে বসে রয়েছেন? আপনারা স্কুলে যান। যাঁরা আপনাদের উস্কানি দিচ্ছে, তাঁরা টাকা দেবেন না। সরকার আপনাদের বেতন দেবে।"

পূর্ত সচিব

● প্রথম পাতার পর
জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, বিলোনীয়ার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবকে ইতিমধ্যে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন বলে সচিব শ্রী গিত্যে জানান। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পূর্ত (জলসম্পদ) দপ্তর এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দপ্তর সার্বিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে বলে সচিব উল্লেখ করেন। কৈলাসহরে মনু নদীর ও নদী তীরবর্তী ৪টি এলাকায় প্রয়োজন অনুসারে বাঁধের সংস্কার, উন্নয়ন ও শক্তিশালী করা হচ্ছে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে এর কাজ শুরু হয়েছে। এর জন্য ২৮ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
আগরতলা শহরকে বন্যার হাত থেকে সুরক্ষিত রাখতে, পূর্ত (জলসম্পদ) দপ্তর হাওড়া নদীর বাঁধের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ জোরকদমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার জন্য ব্যয় হবে ৪১ কোটি টাকা। হাওড়া নদী ও কাঁটাখালের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘবাধ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। সোনামুড়ায় দুর্গাপুর বাঁধ, গজারিয়ায় বাঁধ, সাতচাঁদ ব্লকের গোবিন্দ মাঠ বাঁধের সংস্কার, মেরামতি এবং শক্তিশালীকরণে জন্য পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদ বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এই নদী বাঁধের কাজ এগিয়ে চলেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ত দপ্তরের মুখ্যবাস্তুকার সুধন দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

যুব কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর
সার্ভিসের পদে নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ফিজিক্যাল ও রিটেন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আচমকাই এবছর নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে। কি এমন দূর্নীতি হয়েছে তারজন্য যুবাদের জীবনের তিনবছর নষ্ট করা হয়েছে, বলে সরকারের নিকট প্রশ্ন করেন তিনি। অতিসত্বর দূর্নীতির সাথে জড়িতের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক, দাবি জানান তিনি।

মোবাইলের দাপটে

● প্রথম পাতার পর
প্রবণতাও চোখে পড়ার মতো নয়।
বইমেলার তৃতীয় দিন স্টলগুলোতে গিয়ে দেখা যায়, দর্শনার্থী থাকলেও তারা কেবল বই ঘেঁটে চলে যাচ্ছেন। কিছু স্টল প্রায় ফাঁকা পড়ে আছে। বই কেনার প্রতি ছাত্র-ছাত্রী ও যুব সমাজের যে উৎসাহ থাকা উচিত ছিল, তার বড় অভাব লক্ষ্য করা গেছে।
এই পরিস্থিতির জন্য অভিভাবক মহল দায়ী করছেন মোবাইল ফোনকে। অভিভাবক দিব্যজ্যোতি নাথ বলেন, "মোবাইলে এখন যা চাই, তা-ই মুহূর্তে পাওয়া যায়। কোভিডকালে অনলাইন ক্লাসের কারণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মোবাইল আসক্তি বেড়ে গেছে।"
তিনি আরও জানান, মোবাইল আসক্তির ফলে বইয়ের প্রতি আগ্রহ কমে গেছে এবং পড়াশোনার মধ্যেও মনোযোগের অভাব দেখা দিচ্ছে। বইমেলা চলবে আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত।
বইমেলায় আগত কিছু দর্শনার্থীও আক্ষেপের সুরে বলেন, "এখনকার প্রজন্ম বইয়ের গন্ধ চেনে না। তারা সবকিছুই চায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে।"
বই বিক্রেতারাও জানান, মেলায় ক্রেতা কম হওয়ায় তারা হতাশ। যদিও বইপ্রেমীরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে আবার বইয়ের প্রতি আগ্রহ ফিরবে এবং এই ধরনের মেলায় প্রাণ ফিরে আসবে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সস্ত্রীক পুজো দিলীপের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে পুজো দিলেন দিলীপ ঘোষ। সঙ্গে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার ও মা পুষ্পলতা ঘোষ।
দিলীপ জানান, রাজ্য ও রাজ্যবাসীর মঙ্গলকামনায় পুজো দিয়েছেন। প্রার্থনা করেছেন, যাতে সকলে ভাল থাকেন। যাতে দিলীপবাবু নিজের সমস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন। চাকরিহারাদের আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চাকরিহারাদের সরকারের সঙ্গে আলোচনা-বৈঠক-সবই নিস্ফলা হবে। এর কোনও সমাধান হবে না! আদালত নির্দেশ দিয়েছে। আদালতেই সমাধান বেরোবে। তাই আমি বলব সব পক্ষই নিজের বক্তব্য নিয়ে আদালতের কাছেই আবেদন করুন। সুপ্রিম কোর্ট তো সবার কথা শোনে। ১৮ হাজার চাকরি যেন ফেরত আসে, এটাই আমরা চাই। আর রিঙ্কু বলেন, বিজেপিকে বাংলায় প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য।

সপরিবারের জয়পুরের আম্বার দুর্গ ঘুরে দেখলেন ভান্স, পেলেন রাজকীয় অভ্যর্থনা

জয়পুর, ২২ এপ্রিল (হি.স.): ভারত সফরে এসে জয়পুরে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান আম্বার ফোর্ট পরিদর্শন করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স।সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী উষা ভান্স এবং তাঁদের তিন সন্তানও। সোমবার রাতেই রাজস্থানের জয়পুরে পৌঁছন তাঁরা। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থানের জয়পুরের আম্বার ফোর্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি জে ডি ভান্স, তাঁর স্ত্রী ঊষা ভান্স এবং তাঁদের সন্তানদের স্বাগত জানানো হয়।
সবাইকে স্বাগত জানান রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয়। মঙ্গলবার সকালেই তিন সন্তান- ইওয়ান, বিবেক এবং মিরাবেলকে নিয়ে আম্বার ফোর্ট পরিদর্শনে যান সস্ত্রীক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেখানে ভান্স পরিবারকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয়। ঐতিহ্যবাহী রাজস্থানী নৃত্য এবং সুসজ্জিত হাতির মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়েছে। এদিন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট পরিবারের সঙ্গে একটি জিপসিতে ফোর্টের বাইরের অংশ, মাভথা সরোবর এবং কেসর কিয়ারি উদ্যান পরিদর্শন করেছেন। জেডি ভান্স এবং তাঁর পরিবার প্রায় এক ঘণ্টা আম্বার ফোর্ট ঘুরে দেখেছেন এবং একজন গাইডের সাহায্যে দুর্গের ইতিহাস সম্পর্কে জেনেছেনও।

অত্যধিক গরমে নাজেহাল বিহার, ৩১টি জেলায় জারি হলুদ সতর্কতা

পাটনা, ২২ এপ্রিল (হি.স.): অত্যধিক গরমে নাজেহাল অবস্থা বিহারে। বিহারের ৩১টি জেলায় জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) বিহারের ৩১টি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। গত দুই দিন বিহারে দিনের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বেড়েছে, রাজ্যের বেশ কয়েকটি অংশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে। দেহরিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, এরপর গয়া ৪১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ঔওরঙ্গবাদ ৪১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
পাটনার আবহাওয়া দফতর এই সপ্তাহে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। পশ্চিম চম্পারণ, পূর্ব চম্পারণ, গোপালগঞ্জ, সিওয়ান এবং সরণ জেলায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, মুজফরপুর, দারভাঙ্গা, মধুবনী, সীতামারহি, বৈশালী, সমস্তিপুর, পাটনা, আরওয়াল, জেহানাবাদ, ভোজপুর, রোহতাস, কৈমুর, নালন্দা, নওয়াদা এবং গয়া সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে, তবে আর্দতাজনিত অস্বস্তি বিহারের জনসাধারণের জন্য নাভিশ্বাসের কারণ হয়ে উঠবে।

মুর্শিদাবাদের হিংসায় উদ্বিগ্ন রিজিজু, বিঁধলেন তৃণমূল ও কংগ্রেসকে

মুম্বই, ২২ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে হিংসাত্মক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি আক্রমণ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসকে। মঙ্গলবার মুম্বইয়ের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিরেন রিজিজু বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে তাঁরা যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে, মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেস এবং তাঁদের দলীয় সহযোগীরা, যারাই বলে যে, তারা সংসদের তৈরি আইন মানবে না, দেশের সংবিধানে বিশ্বাস করে না। আমরা ২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো মন্ত্রী হয়েছি, আমরা সারা জীবন বিরোধী দলে বসে কাজ করেছি, আমরা কখনও বলিনি যে আমরা সংসদের আইন মানব না। এই লোকজন যে কাজ করছে তা দেশের অনেক ক্ষতি করবে এবং তাদের এই ভুল ধারণার মধ্যে থাকা উচিত নয়, এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও; এখন মানুষের একটি বড় অংশ এসে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আমাদের বলা উচিত নয় যে, সমস্ত মুসলমান প্রতিবাদ করছে। এই সময়ে, সাধারণ মুসলমানরা ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে সমর্থন করছে এবং এটিকে স্বাগত জানাচ্ছে।'

কাটলিয়ার কারখানায় আগুন

হাওড়া, ২২ এপ্রিল (হি.স.): ফের আগুন হাওড়ায়। মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ হাওড়ার কাটলিয়ার একটি বন্ধ কারখানায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল এবং পুলিশ। তবে আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে কাটলিয়ার ওই বন্ধ কারখানায় আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারাই দমকলে খবর দেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সূত্রের খবর, বন্ধ কারখানার ভিতর প্লাস্টিক ও রবার মজুত ছিল। তাতেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, সোমবার দুপুরে হাওড়ার ডোমজুড়ের একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগেছিল। সেই ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ফের আগুন হাওড়ায়।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর
ডেমু ট্রেনকে বদরপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করে যাত্রী চাপ কমানোর পাশাপাশি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে জিরানিয়া ইয়ার্ডের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কথাও তোলেন তিনি। একই সঙ্গে সেকেরকোট আইওসিএল এলাকায় রেল সাইডিং, বোধজংনগর ও আর কে নগরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেল লিঙ্ক, সাব্রুম আইসিপি রেল সংযোগ এবং বিলোনিয়া-ফেনী রেল সংযোগ চালুর দাবিও জানান তিনি।
পাশাপাশি পেঁচারথল- কৈলাশহর-ধর্মনগর ও ধর্মনগর-বিলোনিয়া হয়ে আগরতলা পর্যন্ত নতুন রেলপথ চালুর প্রস্তাবও দেন সাংসদ। এছাড়া রেলওয়ে ওভারব্রিজগুলির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি আগরতলা রেলস্টেশনে আরও বড় শেড নির্মাণ, পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা করেন।রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সাংসদের উত্থাপিত দাবিগুলির গুরুত্ব অনুধাবন করে জানান, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাজ্যের রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্র সবরকম সহযোগিতা করবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

বিধায়কের হাত ধরে বক্সনগরে শুভ উদ্বোধন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের

বক্সনগর, ২২ এপ্রিল : আজ সকাল ৯টায় বক্সনগরের বৌদ্ধ স্তূপের নিকট নবনির্মিত আল-আলামিন পাবলিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয় এক গর্বময় পরিবেশে। বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেন বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক শ্রী তোফাজ্জল হোসেন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা বিষয়ক কমিটির সদস্য সুভাষ সাহা, জেলা পরিষদের সদস্য জিমুল হক, বক্সনগর ও মধ্য বক্সনগর পঞ্চায়েতের প্রধানগণ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারবেস হোসেন সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন বলেন, "বক্সনগর বিধানসভা এলাকায় একটি আধুনিক ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয় স্থাপন করা ছিল আমার বহুদিনের স্বপ্ন। আজ সেই স্বপ্ন আল-আলামিন পাবলিক স্কুলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলো।" তিনি আরও বলেন, মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষার উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।তিনি দুঃখ প্রকাশ করে জানান, বক্সনগরে মুসলিম জনসংখ্যা সর্বাধিক হলেও কলমচৌড়া থানায় একজনও মুসলিম অফিসার ইনচার্জ নেই, এমনকি বক্সনগর হাসপাতালে নেই কোনো মুসলিম চিকিৎসকও। "যদি সবাই শুধু ধর্মীয় শিক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকেন, তাহলে আগামী দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হবেন কে?" প্রশ্ন তুলেন বিধায়ক।
পরিশেষে তিনি আল-আমিন মিশনের কর্ণধার মিসবাউল হক ও ইউসুফ নবীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে বক্সনগরের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।"
উল্লেখ্য, নবনির্মিত এই ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়টি আধুনিক পরিকাঠামো ও শিক্ষার মান বজায় রেখে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের এক নতুন আশার আলো দেখাবে বলে আশা প্রকাশ করছেন সকলেই।

মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহার

● প্রথম পাতার পর
পরে জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকর করা হয়েছে। দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামতের উপর ভিত্তি করেই এই শিক্ষানীতি কার্যকর করা হয়েছে। ত্রিপুরায় শুধু স্কুল স্তরে নয়, কলেজ স্তরেও জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করেছে সরকার। এতে আগামী প্রজন্ম গুণগত শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হবে। রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে সেগুলি বাস্তবায়ন করা এবং ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদান করা।
মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমানে ১৪০.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০টি নতুন বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়া, 'সমগ্রশিক্ষা, ত্রিপুরা' র অধীনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোট ৭৩টি প্রকল্পে ৩০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার নির্মান কাজ চলছে। অন্যদিকে, বর্তমান ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরও ১৬টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ অবিলম্বে শুরু হবে, যার জন্য সম্ভাব্য ব্যয় হবে ১১৭.৯৬ কোটি টাকা। আর সমগ্র শিক্ষা থেকে ২০২৫-২৬ সালের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নখাতে ১৩ কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নির্মীয়মাণ বিদ্যালয় ভবনগুলোর মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১১টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ৪৫৫টি বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করেছে। রাণী লক্ষীবাঈ আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণের অধীনে রাজ্যের ২,০৫৮টি স্কুলে ১ লক্ষ ৪২ হাজারের অধিক ছাত্রীকে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৫ - ২৬ অর্থ বছরে বিজ্ঞান বিভাগ ও ইংরেজি বিষয়ের উপর বিশেষ কোচিং সেন্টার চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার ডিজিটাল শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। বন্দে ভারত ও ৫টি ই বিদ্যালয় ই বিদ্যা চ্যানেল খোলা হয়েছে। ৮৫৪টির মতো স্মার্ট ক্লাশ চালু করা হয়েছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভুলন সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আধিকারিকগণ।
উল্লেখ্য, স্পেশাল এসিট্যান্স ফর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট, রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ও সমগ্র শিক্ষা -র সম্মিলিত তহবিলের মাধ্যমে আমতলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। হেনরি ডিরোজিও একাডেমির দ্বিতল ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইন্দ্রনগর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চবিদ্যালয় এবং ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নন্দননগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে। এছাড়া গান্ধীগ্রাম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তালতলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণে প্রতিটির জন্য ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।

কমিশনের বক্তব্য

● প্রথম পাতার পর
সংশোধনী হাতে নেওয়া হয় এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সহ সমস্ত জাতীয় স্তরের। রাজ্য স্তরের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তুলে দেওয়া হয়।
মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের সময় ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার পর ৯,৭৭,৯০,৭৫২ জন নির্বাচকের নিরিখে ১ম অ্যাপিলেট অথরিটির (ডি.এম.) কাছে একমাত্র ৮৯টি আবেদন জমা পড়ে এবং ১টি আবেদন জমা পড়ে ২য় অ্যাপিলেট অথরিটির (সি.ই.ও.) কাছে। তাই এটা পরিষ্কার যে, ২০২৪-এর মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আই.এন.সি. বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের তেমন কোনও অভিযোগ ছিলো না।
ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় ১,০০,৪২৭টি পোলিং বুথের জন্য ইআর.ও.-গণ ৯৭,৩২৫ জন বি.এল.ও. নিযুক্ত করেছিলেন। রাজনৈতিক দলগুলি ১,০৩,৭২৭ জন বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগ করে। তারমধ্যে শুধুমাত্র আইএন.সি, নিয়োগ করেছিলো ২৭,০৯৯ জন এজেন্ট। তাই মহারাষ্ট্রের নির্বাচক তালিকা সম্পর্কিত এসব অযৌক্তিক অভিযোগ আইন অবমাননার সমতুল্য।
ভারতের সমস্ত নির্বাচনই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। যে আকারে এবং নির্ভুলতার সাথে এখানে নির্বাচন সম্পন্ন হয় তা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়ে আসছে। দেশে সবাই জানে যে, প্রতিটি নির্বাচন প্রক্রিয়া, সে ভোটার তালিকা তৈরি করা হোক বা ভোটদান ও গণনা পর্বই হোক, সবকিছুই সম্পন্ন হয় সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে নির্বাচন ক্ষেত্র পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলি দ্বারা নিযুক্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে।
তাই কোনও ব্যক্তি দ্বারা এব্যাপারে ভুল তথ্য প্রচার মানে হচ্ছে আইনের অবমাননা। শুধু তাই নয়, তাদের নিজেদের রাজনৈতিক দল দ্বারা নিযুক্ত হাজার হাজার প্রতিনিধিদের প্রতিও অসম্মান প্রদর্শন করার সামিল। তাছাড়া নির্বাচনের সময় যে লক্ষ লক্ষ নির্বাচন কর্মী অক্লান্তভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে কাজ করেন এসব উক্তি তাদেরও হতাশ করবে।

পুড়ে ছাই বাড়ি

● প্রথম পাতার পর
একদল দুস্কৃতিকারী পরিকল্পনা করে তাদের বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। যদিও গৃহকর্তার দাবি, উদ্দেশ্য ছিল এই বাড়িতে যারা যারা ছিলেন তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে বাড়ির সব কিছু লুট করা। পাশাপাশি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিজ বক্তব্যের মধ্যে সুরজিৎবাবু দাবি করেছেন যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের মধ্যে দুইজন'কে সম্পূর্ণভাবে সনাক্ত করতে পেরেছেন এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশের কাছে নাম দাম দিয়ে অভিযোগ দায়ের করবেন।
পাশাপাশি তিনি আরো জানিয়েছেন, শত্রুতার কারণে আগেও তাদের সাথে এরকম হয়েছে, বাড়ির সদস্যদের উপর মারধোরের ঘটনাও ঘটেছে। এখন দেখার বিষয় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্ত কাজ কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

চলমান সংঘকে হারিয়ে সাফল্যের লক্ষ্যে মুখিয়ে পোলস্টার ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবার টানা জয় পেয়েছে পোলস্টার ক্লাব। হার-জিতের ক্রম ধারায় ব্যতিক্রম ঘটিয়ে পোলস্টার ক্লাব ঠিক এই মুহূর্তে ৮ দলীয় প্রথম ডিভিশন লীগ ক্রিকেটে পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় শীর্ষে অবস্থান পেলেও লক্ষ্য রয়েছে সাফল্য অর্জনের। লীগের অবশিষ্ট ম্যাচটি বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে। প্রত্যাশা জিইয়ে রয়েছে। তবে চমকপ্রদ জয় লাভ করতে হবে শেষ ম্যাচেও। আজ, মঙ্গলবার মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লীগ ক্রিকেট ম্যাচ শুরুতে প্রতিকূল পরিস্থিতির অনিবার্য কারণে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা দেরিতে ম্যাচ শুরু হয়। স্বাভাবিক কারণে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২৭ এ সীমিত করা হয়। টস জিতে চলমান সংঘ ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্ধারিত ২৭ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার ক্লাব বিশেষ করে নির্ময় দেব ও আদিত্য যাদবের ব্যাটিংয়ে ভর করে ২৩.৫ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ব্যাটিংয়ে নির্মল ৬৪ বল খেলে নটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭২ রান পায়। তাছাড়া, আদিত্য ছাব্বিশ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ৩৫ রান সংগ্রহ করে। চলমান সংঘের লক্ষণ পাল দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরমেন্সের পরিচয় দিলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি।

লক্ষণ ৩৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৪ রান সংগ্রহ করেছিল। পোলস্টারের দেবজিত দেবনাথ দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্সের পরিচয় দেয়। ৩৩ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে চলমানকে থামানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, আকাশ দে এবং শিবাংশ কাপুর দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

ধর্মনগরে অস্মিতা সিটি লীগ জুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হলো অস্মিতা স্মৃতি লীগ জুডো প্রতিযোগিতা। ইতোমধ্যে উদ্যোগ রয়েছে কাঞ্চনপুরে আয়োজনের। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে অস্মিতা সিটি লীগ আয়োজনে জুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে ধর্মনগরে জুডো হল-এ খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার আয়োজিত অস্মিতা সিটি লীগ প্রতিযোগিতায় বয়স ও ওজন ভিত্তিক দুটি গ্রুপের ১৬টি বিভাগে প্রায় অর্ধশতাধিক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ ১৪ বয়স গ্রুপে ২৮ কেজি বিভাগে প্রিয়াঙ্কা নাথ, রিম্পি চাকমা; ৩৬ কেজি বিভাগে চানকা চাকমা, সুস্মিতা নমঃ, লায়িকা চাকমা; চল্লিশ কেজি বিভাগে আমারিকা চাকমা, অঙ্কিতা শীল; ৪৪ কেজি বিভাগে পঞ্চমী চাকমা, ঝরনা রানী ত্রিপুরা; ৪৪ ততোর্ধ বছর বিভাগে জিনা চাকমা, আলোবতি রিয়াং, পূর্ণিমা দেব; অনূর্ধ ১৯ বছর বিভাগে ৩৬ কেজি গ্রুপে রুমি পাল, অপরাজিতা সিনহা; ৪৮ কেজি বিভাগে দেবস্মিতা বৈদ্য, পিয়ালী চন্দ, মমতা রুদ্র পাল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে সকাল সাড়ে দশটায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধন করেন উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালী রানী দাশ সেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে স্পোর্টস এন্ড কালচারাল স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট রাহুল কিশোর রায়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, উত্তর ত্রিপুরার ডিইও শুভাশীষ দেবনাথ, ধর্মনগর বি বি ইন্সিটিউশনের প্রিন্সিপাল রঞ্জু শর্মা, দপ্তরের সহ অধিকর্তা বিভা বসু গোস্বামী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্য করেন খেলো ইন্ডিয়া সাই সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর ড. সূর্যকান্ত পাল। প্রতিভাময়ী খেলোয়াড়দের উঠে আসার প্রসঙ্গে এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে বলে অতিথিদের প্রত্যেকেই উদ্যোক্তাদের ভুয়ষী প্রশংসা করেন। প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ধর্মনগর কে আই সি-র পিসিএ জুডো কোচ মিঠুন মগ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কোহলিদের বিরুদ্ধেও খেলতে পারবেন না সঞ্জু, রাজস্থান নেতার আইপিএলে খেলা নিয়েই জল্পনা

চোটের কারণে লখনউয়ের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি রাজস্থানের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। পরের ম্যাচে বিরাট কোহলির বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধেও খেলতে পারবেন না তিনি। রাজস্থানের তরফে সোমবারই এ কথা সরকারি ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।এক বিবৃতিতে রাজস্থান জানিয়েছে, সঞ্জু এই মুহূর্তে রিকভারি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। রাজস্থানের চিকিৎসক দলের সঙ্গে তিনি থাকছেন জয়পুরেই। সে কারণে আরসিবি-র বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ খেলতে বেঙ্গালুরুতেও যাচ্ছেন না। দল পরিচালন সমিতি খুব কাছ থেকে সঞ্জুর উন্নতির দিকে নজর রাখছে। প্রতিটি ম্যাচ ধরে ধরে এগোনো হবে।সঞ্জু অনুপস্থিতিতে আবার রাজস্থানকে নেতৃত্ব দেবেন রিয়ান পরাগ। প্রথম তিনটি ম্যাচ এবং দিল্লি ম্যাচে তিনি অধিনায়ক ছিলেন। প্রথম তিন ম্যাচে আঙুলের চোট সারানোর জন্য শুধু ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলেছিলেন সঞ্জু। সেই চোট সারিয়ে উইকেটকিপিংয়ে ফেরার পর দিল্লি ম্যাচে পাঁজরে চোট পান। সেই চোট এখনও সারেনি। দিল্লি ম্যাচে সুপার ওভারেও ব্যাট করেননি সঞ্জু।চলতি আইপিএলে সাত ম্যাচে ২২৪ রান করেছেন সঞ্জু। প্রথম ম্যাচে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৩৭ বলে ৬৬ রান করেছিলেন। দিল্লির বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে ১৯ বলে ৩১ রান করেছিলেন। তিনি না থাকায় আবার বৈভব সূর্যবংশীকেই খেলতে দেখা যেতে পারে। অভিষেক ম্যাচে নজর কেড়েছিলেন বৈভব।কিছু দিন আগে শোনা গিয়েছিল, সঞ্জুর সঙ্গে কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সম্পর্কে আগের মতো নেই। দিল্লি ম্যাচের পরের একটি ভিডিয়ো ঘিরে যাবতীয় জল্পনার উৎপত্তি হয়েছিল। ম্যাচের পর দ্রাবিড়, সাইরাজ বাহুতুলে এবং কোচিং স্টাফের বাকি সদস্য ও ক্রিকেটারেরা একসঙ্গে 'টিম হাডল' করছিলেন। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে এ রকম আলোচনা প্রায়ই করে দলগুলি। সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছিল, সঞ্জু পাশে থাকলেও সেই টিম হাডলে যোগ দেননি। দ্রাবিড়ের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায়নি তাঁকে।

সঞ্জু হতাশ এবং বিধ্বস্ত ছিলেন বলে অনেকে মনে করছেন। তবে অনেকের ধারণা, দলের মধ্যে ফাটল ধরেছে। সঞ্জু দলীয় রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে চাননি বলেই যোগ দেননি।বেশ কিছু জল্পনা রটেছিল। শোনা গিয়েছিল, রাজস্থান গুয়াহাটিতে খেলতে যাক তা চাননি সঞ্জু। কিন্তু দল সে কথা শোনেনি। তা ছাড়া, রিয়ান পরাগকে আগামী দু'বছরের মধ্যে পাকাপাকি ভাবে অধিনায়ক বানানোর পরিকল্পনা করছে রাজস্থান। যে ভাবে সেই প্রচেষ্টা চলছে তাতে অবাক সঞ্জু। দলে নাকি দ্রাবিড়কেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সঞ্জু পাত্তাই পাচ্ছেন না। সেটাও ভারতীয় ক্রিকেটারের পছন্দ নয়। এ ছাড়া কিছু চাপ এবং দলীয় রাজনীতি তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে রাজস্থানে নাকি এতটাই খারাপ অবস্থা যে সঞ্জুর সঙ্গে যশস্বী জয়সওয়ালও পরের বছর দল ছাড়তে চান।লখনউ ম্যাচের আগে সব জল্পনা উড়িয়ে দেন দ্রাবিড়। বলেন, "আমি জানি না কোথা থেকে এ সব খবর রটছে। এটুকু বলতে পারি, আমাদের ভাবনাচিন্তা একই। দলে যারা সিদ্ধান্ত নেয়, তার অবিচ্ছেদ্য অংশ সঞ্জু। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ভাল। সব ধরনের আলোচনা এবং সিদ্ধান্তে অংশ নেয় সঞ্জু। যা রটানো হচ্ছে সেটা ভিত্তিহীন। এ সব নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই।"

দলের খামতি গড়গড় করে বলে দিচ্ছেন রাহানে, কিন্তু সমাধান জানেন না কেকেআর অধিনায়ক

কেন হারছে কলকাতা নাইট রাইডার্স? এক, দুই করে সব খামতি বলে দিচ্ছেন অজিঙ্ক রাহানে। কেকেআরের অধিনায়ক জানেন, কোথায় কোথায় তাঁদের উন্নতি প্রয়োজন। কিন্তু কী ভাবে উন্নতি হবে তা জানেন না তিনি। অর্থাৎ সমস্যা জানলেও সমাধানের পথ বার করতে পারছেন না রাহানে। সেই কারণেই কোনও রকমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি।ঘরের মাঠে গুজরাত টাইটান্সের কাছে ৩৯ রানে হেরেছে কেকেআর। ১৯৯ রান তাড়া করতে নেমে হতাশ করেছেন ব্যাটারেরা। এই ম্যাচে হারের দায় ব্যাটারদের উপরেই চাপিয়েছেন রাহানে। খেলা শেষে তিনি বলেন, "১৯৯ রান তাড়া করতে গেলে শুরুটা ভাল করা দরকার ছিল। কিন্তু আমাদের ওপেনিং ভাল হচ্ছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে।"এই উইকেটে গুজরাতকে ১৯৮ রানে আটকে রাখার কৃতিত্ব বোলারদের দিয়েছেন রাহানে। তাঁদের কোনও দোষ দেখছেন না তিনি। নাইট অধিনায়ক বলেন, "আমার মনে হয়েছে এই উইকেটে ১৯৯ রান তাড়া করা সম্ভব। ওদের ২০০ রানের নীচে আটকাতে পেরেছি। বোলারেরা নিজেদের কাজ করেছে। ওরা শুরুটা ভাল করেছিল। বোলারদের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। ওরা ভাল বল করেছে।"কেকেআরের ব্যাটিংয়ের টপ অর্ডারের পাশাপাশি মিডল অর্ডারও ব্যর্থ। বেঙ্কটেশ আয়ার, রিঙ্কু সিংহ, আন্দ্রে রাসেল, রমনদীপ সিংহেরা রান করতে পারছেন না। মিডল অর্ডারের সমস্যা জানেন রাহানে। তিনি বলেন, "মিডল অর্ডারে আমাদের ভয়ডরহীন ব্যাট করতে হবে। পুরো ইনিংস জুড়ে একই রকম আক্রমণাত্মক মানসিকতা নিয়ে খেলতে হবে। মিডল অর্ডারে আমাদের দলে ভাল ব্যাটার রয়েছে। কিন্তু তারা রান পাচ্ছে না। শট নির্বাচনে ভুল করে ফেলছি। সেটা ঠিক করতে হবে। যদি দল হিসাবে আরও এক শতাংশ আমরা ভাল হতে পারি সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু আমরা পারছি না।"ফিল্ডিংও ডুবিয়েছে কেকেআরকে। চার গলেছে। ক্যাচ পড়েছে। ফিল্ডিংয়ের মান যে তাঁদের আরও ভাল করতে হবে সেটাও জানেন রাহানে। তিনি বলেন, "ফিল্ডিংয়ে উন্নতি প্রয়োজন। সেটা আমাদের হাতেই রয়েছে। ফিল্ডিং ভাল করতে পারলে প্রতি ম্যাচে ১০-১৫ রান বাঁচানো যায়। আমাদের সেই চেষ্টা করতে হবে। ফিল্ডারদের আরও ভাল করতে হবে। এই ফরম্যাটে একবার পিছিয়ে পড়লে ফেরা মুশকিল। আমাদের সেখানেই সমস্যা হচ্ছে।"রাহানের কথা থেকে স্পষ্ট, কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে তিনি জানেন। কোনও ম্যাচে বোলিংকে দায়ী করছেন তিনি, তো কোনও ম্যাচে ব্যাটিংকে। ফিল্ডিংয়ের ভুলও চোখে পড়ছে তাঁর। কিন্তু কী ভাবে সেই সমস্যা মেটানো যাবে তা জানেন না রাহানে। তার ফলেই একের পর এক ম্যাচে হারছে কেকেআর। সমস্যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতে মরসুম শেষ হয়ে যাবে না তো? সেই প্রশ্নই উঠছে।

টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-২০ ক্রিকেট শুরু ২৯শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু ২৯ এপ্রিল থেকে। উদ্বোধনী দিনে হবে ৬ টি ম্যাচ। টি আই টি মাঠে সকালে পৌনে ৮ টায় ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে নিউ প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে, দুপুর ১টায় চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার খেলবে ইউনাটেড বি এস টি-র বিরুদ্ধে, মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে সকাল পৌনে ৮ টায় এগিয়ে চলো সঙ্ঘ খেলবে বিদ্যাসাগর ইউ এম বি কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে, দুপুর ১ টায় তরুণ সঙ্ঘ কোচিং সেন্টার খেলবে কর্ণেল কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে, এম বি বি স্টেডিয়ামে মৌচাক খেলবে এ ডি নগর প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে এবং দুপুর ১ টায় ইউনাটেড ফ্রেন্ডস খেলবে ক্রিকেট অনুরাগীর বিরুদ্ধে। আসরে অংশ নেওয়া ১৫ দলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল সুপার সিক্সে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। ৬ মে থেকে শুরু হবে সুপার সিক্সের খেলা।আসরের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে ১০ মে। ফাইনাল ১২ মে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সচিব সুব্রত দে আসরের ক্রীড়াসূচী ঘোষনা করেন।

আইপিএলে একটিও ম্যাচ না খেলা ক্রিকেটারকে নিজের ব্যাট উপহার দিলেন বিরাট কোহলি!

এ বারের আইপিএলে ভাল ফর্মে রয়েছেন বিরাট কোহলি। আট ম্যাচে ৩২২ রান করে ফেলেছেন। রবিবার পঞ্জাবের বিরুদ্ধে অপরাজিত থেকে দলকেও জিতিয়েছেন। ম্যাচের পরেই পঞ্জাবের এক ক্রিকেটারকে নিজের ব্যাট উপহার দিয়েছেন কোহলি। সেই ক্রিকেটার আজ পর্যন্ত আইপিএলে একটিও ম্যাচ খেলেননি।তিনি হলেন মুশির খান। ভারতীয় ক্রিকেটার সরফরাজ খানের ভাই। মহানিলামে ৩০ লাখ টাকায় তাকে কিনেছিল পঞ্জাব। কিন্তু এখনও খেলানোর জায়গা খুঁজে পায়নি। তবে মুশির বরাবরই কোহলির ভক্ত। নিজে একাধিক বার সে কথা স্বীকার করেছেন।

কোহলির কাছে ব্যাট পেয়ে তাই আপ্লুত মুশির। তিনি সমাজমাধ্যমে কোহলির সঙ্গে ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, "ব্যাটের জন্য বিরাট ভাইয়াকে লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ এবং ভালবাসার জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ।"কোহলির ব্যাট উপহার দেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। অতীতে কেকেআরের রিঙ্কু সিংহকে ব্যাট উপহার দিয়েছিলেন তিনি। শাকিব আল হাসানের শেষ টেস্টের পর তাঁকেও একটি ব্যাট উপহার দিয়েছিলেন।রবিবার ম্যাচের পর কোহলি জানিয়েছিলেন, আইপিএলের মহা নিলামটা দারুণ গিয়েছে তাদের। দলে অনেকটাই ভারসাম্য এসেছে। তিনি বলেছেন, "যে দল চেয়েছিলাম সেটাই পেয়েছি। দলের মালিকেরা জানতেন ঠিক কাদের আমরা চাই। আগের মরসুমে এগুলোই হচ্ছিল না। এ বার সব ঠিকঠাক চলেছে। আমাদের খেলা দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে।"সতীর্থ দেবদত্ত পাড়িক্কলকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত ছিলেন তিনি। বলেছিলেন, "আমার মনে হয় দেবই আজকের ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। এই পুরস্কার ওরই পাওয়ার কথা। জানি না আমি কেন পেলাম। আমি দরকারে রানের গতি বাড়াতে পারি। তবে বাকি ক্রিকেটারদের শক্তিটাও আমাকে জানতে হবে। একটা দিক আমি ধরে রাখলেই ম্যাচ আমাদের দিকে ঘুরে যাচ্ছে।"

বিসিসিকে ১৮১ রানে হারিয়ে সন্তোষ স্মৃতি লীগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়নের দাবিদার শতদল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে শতদল সংঘ। ১৮১ রানের বিশাল ব্যবধানে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব কে হারিয়ে। দারুণ এই জয়ের সুবাদে শতদল সংঘ এখন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। সম সংখ্যক ম্যাচ খেলে কসমোপলিটনের সঙ্গে পয়েন্টের হিসেবে সমপর্যায়ে উন্নীত হলেও রানের গড়ের নিরিখে শতদল সংঘ কিন্তু শীর্ষে। শতদল সংঘের আরও একটি ম্যাচ রয়েছে, সেটি ওপিসি-র বিরুদ্ধে। একইভাবে কসমোপলিটনের ম্যাচ ইউনাইটেড বিএসটির বিরুদ্ধে। প্রথম ডিভিশন লীগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে দুই দলের সামনেই একদিকে যেমন জয় আবশ্যক অপরদিকে রানের গড়ে এগিয়ে থাকার বিষয়টাও রয়েছে। সাফল্যের দাবিদার হিসেবে পোলস্টার এবং ওপিসি কিন্তু নেক টু নেক এগিয়ে আসছে। মোটকথা সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শেষ পর্যায়ে বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সকালে টস জিতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৪৩.৪ ওভার খেলে ২৫৫ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে দেবরাজ দে-র দুর্দান্ত শতক দলের স্কোর অনেকটা সমৃদ্ধ করে তোলে। দেবরাজ ৯৫ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ১০৯ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, শামসের যাদবের ৪৩ রান এবং শুভম সূত্রধরের ২৭ রান উল্লেখযোগ্য। বিসিসি-র সচিন তিনটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিসিসি-র ব্যাটার্সরা ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ২৪.৩ ওভার খেলে ৭৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। শতদল সংঘের পার্থ চন্দন ২৩ রানে চারটি এবং শামসের যাদব ১৪ রানে দুটি উইকেট পায়। দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং শতরানের সৌজন্যে দেবরাজ দে পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিলোনিয়া সিনিয়র ক্রিকেটে জয় পেল এস ভি এস সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত ২৭ তম ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিল জয়পুর স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব তথা এস ভি এস সি। মঙ্গলবার স্থানীয় বিদ্যাপীঠ মাঠে আয়োজিত ম্যাচে জয়ী দল চার উইকেটে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ প্রগ্রেসিভ ক্লাবকে। এদিন সকালে প্রগ্রেসিভ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের আগেই সব কয়টি উইকেট হারিয়ে ১২১ রান তুলতে সক্ষম হয়। ওপেনিং জুটির ব্যাটসম্যান কুশন মজুমদারের ৪৫ রান ও মিডল অর্ডারে ভুবেনশ্বর সাহানির অপরাজিত ৩৮ রানের সাহায্যে ইনিংসে এই রান তুলে প্রগ্রেসিভ। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে তপন ঘোষ মাত্র ১৫ রান দিয়ে একাই তুলে নেয় ছয়টি উইকেট। এছাড়া দুটি উইকেট পেল বিশ্বজিৎ মিত্র। জবাবে জয়ের জন্য ১২২ রানের টার্গেট নিয়ে এসভিএসসি ব্যাট করতে নেমে ছয়জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩৩ রানের সাহায্যে তুলে নেয় জয়ের প্রয়োজনীয় রান। তপন ঘোষের অপরাজিত ২৭ রান ও প্রসেনজিৎ মজুমদারের অপরাজিত ৩৭ রানের সাহায্যেই এদিন শেষ পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় এস ভি এসসি। প্রগ্রেসিভের বোলারদের মধ্যে কুলদীপ আচার্য্য তিনটি ও সৌরভ শীল শর্মা নেয় দুটি করে উইকেট।

বিচ্ছেদের পর মুখোমুখি, এক বছর আগে গোয়েনার ধমকের জবাব দিতে মঙ্গলবার নামছেন রাহুল

আইপিএলে মঙ্গলবার লখনউয়ের বিরুদ্ধে খেলবে দিল্লি। তবে ম্যাচ ছাপিয়ে নজর থাকবে দু'জনের দিকে। কেএল রাহুল এবং সঞ্জীব গোয়েনা। প্রথম জন দিল্লির ক্রিকেটার। দ্বিতীয় জন লখনউয়ের মালিক। গত বছর তাঁদের বিবাদের কথা কেউ ভুলে যাননি। দল বদলে লখনউ থেকে এখন দিল্লিতে রাহুল। পুরনো দলের বিরুদ্ধে তিনি জ্বলে উঠতে পারেন কি না সে দিকে নজর থাকবে।এ বারের আইপিএলে দ্বিতীয় বার মুখোমুখি হচ্ছে দিল্লি-লখনউ। প্রথম পর্বে রাহুল খেলেননি।

সন্তানের জন্মের কারণে ছুটি নিয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয় পর্বে তাঁর খেলা নিশ্চিত। দলের সঙ্গে লখনউয়ে অনুশীলনও করেছেন।মঙ্গলবার যেখানে খেলা হবে, সেই একানা স্টেডিয়াম রাহুলের হাতের তালুর মতো চেনা। গত তিন বছর এই লখনউয়েরই অধিনায়ক ছিলেন তিনি। কে জানত, মরসুমের শেষের দিকে দলের মালিকের থেকেই অপমানিত হতে হবে। হায়দরাবাদের কাছে হারের পর মাঠে নেমে এসে প্রকাশ্যে যে ভাবে হাত নাড়িয়ে রাহুলকে বকাঝকা করেছিলেন গোয়েনা, তা কারও নজর এড়ায়নি।ওই ঘটনার পর দু'পক্ষই বিষয়টাকে ধামাচাপা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল।

তবে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছিল। মহা নিলামের আগে রাহুলকে লখনউ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেই তা আরও স্পষ্ট হয়।

দল বদলে রাহুল এখন দিল্লিতে। লখনউয়ে থাকাকালীন যে প্রচার পেতেন, তা দিল্লিতে পান না। নিজেই নেতৃত্বের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। বোঝা-হীন রাহুলের ব্যাট থেকে দায়িত্বশীল ইনিংসও দেখা যাচ্ছে।ছয় ম্যাচে ইতিমধ্যেই ২৬৬ রান করে ফেলেছেন রাহুল। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে অপরাজিত ৯৩ রান তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পুরনো দলের বিরুদ্ধে নিশ্চিত ভাবেই নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে থাকবেন।সাত ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে বসে রয়েছে দিল্লি।

লখনউ একটি ম্যাচ বেশি খেলে একই পয়েন্টে রয়েছে। তারা পাঁচে। দিল্লি এই ম্যাচ জিতলে প্লে-অফের দিকে এক পা বাড়িয়ে রাখবে।এই ম্যাচে লখনউয়ের চোট-আঘাত নেই কারও। মায়াঙ্ক যাদব ফেরেন কি না সেটাই দেখার। সে ক্ষেত্রে প্রিন্স যাদবকে বসানো হবে। দিল্লি পাবে না ফাফ ডুপ্লেসিকে। তবে লখনউয়ে আগে খেলার কারণে এই ম্যাচে দিল্লি দুষ্মন্ত চামিরাকে খেলাতে পারে।

ক্রিকেটে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম ? আইসিসির সভায় জয় শাহকে প্রস্তাব দেবে সৌরভের কমিটি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) বার্ষিক সভা এ বার হবে সিঙ্গাপুরে। সভার দিন চূড়ান্ত হয়নি। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে হবে সভা। এ বারের বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে।জয় শাহ আইসিসি চেয়ারম্যান হওয়ার পর প্রথম বার্ষিক সভার জন্য সিঙ্গাপুরকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই সভায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট কমিটি এক দিনের ক্রিকেটের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য একটি প্রস্তাব দিতে পারে। ২৫ ওভারের পর একটি বল ব্যবহারের নিয়ম চালু করতে চায় ক্রিকেট কমিটি। লক্ষ্য, রিভার্স সুইং ফিরিয়ে আনা। এখন পুরো ৫০ ওভার খেলা হয় দু'টি বলে।টেস্ট ক্রিকেটের একটি দিনে যাতে নিশ্চিত ভাবে ৯০ ওভার খেলা হয়, তার জন্য এ বার থেকে ঘড়ি ব্যবহার করা হতে পারে। সৌরভের কমিটি প্রস্তাব দিতে পারে, একটি ওভার শেষ হওয়ার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে পরের ওভার শুরু করতে হবে। ঘড়িতে মাপা হবে সময়। আর যথেচ্ছ সময় নিতে পারবেন না অধিনায়কেরা।আইসিসি কর্তাদের ভাবনায় এক জোড়া বিশ্বকাপ শুরুর ভাবনাও রয়েছে। পুরুষদের অনূর্ধ-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং মহিলাদের অনূর্ধ-১৯ এক দিনের বিশ্বকাপ শুরুর প্রস্তাব দিতে পারে ক্রিকেট কমিটি। উল্লেখ্য, এখন শুধু পুরুষদের অনূর্ধ-১৯ এক দিনের বিশ্বকাপ হয়।আইসিসির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খোয়াজা জানিয়েছেন, সংস্থার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা হবে। ক্রিকেটারদের সংগঠন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউসিএ) নিয়ে উত্তপ্ত হতে পারে সভা।

এই সংগঠনকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতের আপত্তি উড়িয়ে আইসিসি ক্রিকেটারদের সংগঠনকে স্বীকৃতি দিতে দেয় কি না, তা নিয়ে আগ্রহ থাকবে ক্রিকেটমহলের।

'নিজের উপর বিশ্বাস হারাতে নেই', ওয়াংখেড়েতে রানে ফিরে স্বস্তি রোহিতের গলায়

আইপিএলে অবশেষে রানে ফিরলেন রোহিত শর্মা। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে অপরাজিত রইলেন ৭৬ রানে। তাঁর ব্যাটেই সহজ জয় তুলে নিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। যে ম্যাচ জিতে রোহিত মনে করিয়ে দিলেন, নিজের উপর কখনও বিশ্বাস হারাতে নেই।রবিবার ম্যাচের সেরা হয়েছেন রোহিত। এ বারের আইপিএলে প্রথম বার। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে রোহিত বলেন, "নিজেকে অবিশ্বাস করা খুব সহজ। আর সেটা হলেই বিভিন্ন রকমের জিনিস করার চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। নিজের উপর বিশ্বাস হারালে চাপ বাড়ে। এত দিন ধরে খেলছি বলে, এগুলো বুঝতে শিখেছি। তাই কখনও নিজের উপর বিশ্বাস হারাইনি। জানতাম রান পাব। ঠিক করে নিয়েছিলাম মেরে খেলব। বলগুলো ঠিক জায়গায় পাচ্ছিলাম। জানি অনেক দিন ধরে রান পাচ্ছি না। তবে নিজের উপর থেকে বিশ্বাস হারাইনি কখনও।ওয়াংখেড়ে রোহিতের ঘরের মাঠ। মুম্বইকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন বহু বছর। পাঁচ বার আইপিএল জিতিয়েছেন। সেই মাঠেই আবার রানে ফিরলেন তিনি। ম্যাচ শেষে তাঁর হাত ধরে যে ভাবে ঝাঁকাচ্ছিলেন নীতা অম্বানি, তাতে এটা স্পষ্ট সমর্থকদের মতো তিনিও অপেক্ষায় ছিলেন রোহিতের রানে ফেরার। ওয়াংখেড়ের একটি স্ট্যান্ড তাঁর নামে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রোহিত বলেন, "ওয়াংখেড়ে ক্রিকেট ভালবাসে।

বনমালীপুরে ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় আগরতলা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে কভার ড্রেন নির্মাণ কাজ জোরকদমে চলছে। সম্প্রতি বর্ষার সময় বনমালীপুরের কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে আজ সেই এলাকা পরিদর্শনে যান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব সহ পুর নিগমের অন্যান্য আধিকারিকরা।পরিদর্শনের পর মেয়র জানান, আগরতলা শহরকে জলাবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য পুর নিগম, স্মার্ট সিটি প্রকল্প এবং পূর্ত দপ্তর মিলিতভাবে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে। বিশেষ করে শহরের খোলা ড্রেনগুলিকে কভার ড্রেনে রূপান্তর করার মাধ্যমে বর্ষার সময় জল বের করার পথ নিশ্চিত করা হচ্ছে।মেয়র বলেন, “আগরতলার নাগরিকদের স্বস্তি দিতে এবং জলাবদ্ধতা রোধ করতে এই প্রকল্প খুবই জরুরি। বনমালীপুর এলাকাসহ যেখানে এখনও ড্রেন ঢাকার কাজ শেষ হয়নি, সেখানে দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”তিনি আরও বলেন, “এই উন্নয়নমুখী কাজে নগরবাসীর সার্বিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আমরা চাই সকলে এই প্রকল্পের সাফল্যে অংশীদার হোন।”পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব জানান, জলাবদ্ধতা রোধে ভবিষ্যতে আরও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নত করা হবে।

এদিন বনমালীপুর এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টে কভার ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন তাঁরা এবং ঠিকাদার ও প্রকৌশল বিভাগের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। স্মার্ট সিটির এই উদ্যোগ সফল হলে আগরতলার নাগরিকরা বর্ষা মৌসুমে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা থেকে স্বস্তি পাবেন বলে আশা করছেন সকলে।

রাধানগরে জনতার হাতে ধরা পড়লো নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল : রাজধানীর রাধানগর এলাকায় জনতার তৎপরতায় এক নেশা কারবারিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ব্যক্তি এলাকায় নেশাজাত দ্রব্যের কারবার চালিয়ে আসছিল। অবশেষে তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে উত্তেজিত জনতা, পরে খবর দেওয়া হয় থানায়।ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ বাহিনী। আটক ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানা গেছে।ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে শাসক দলের এক বুথ সভাপতি বলেন, নেশামুক্ত রাজ্যের যে দাবি সরকার করছে, বাস্তবে তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের এলাকায় নেশার ছড়াছড়ি, জনগণ নিজেরাই এখন আইন হাতে তুলে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এলাকাবাসীরা প্রশাসনের কাছে দাবি তুলেছেন, রাধানগরসহ আশপাশের এলাকায় অবিলম্বে অভিযান চালিয়ে সব নেশার কারবারিদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। নাহলে যুব সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

টিএসআর ৫ বাহিনীর ২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ২২ এপ্রিল।। টিএসআর ৫ বাহিনীর ২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে। মঙ্গলবার অমরপুরের দলুমাস্থিত বাহিনীর সদর কার্য্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক জি এস রাও।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি (টিএসআর) কেরী মারাক, আইজি টিএসআর আর ডারলং, নবম ও চতুর্দশ বাহিনীর কমান্ডেন্ট সহ বাহিনীর অন্যান্য অফিসার ও জওয়ানরা। বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ৬০ জন অফিসার ও জওয়ান স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।এই উপলক্ষে বাহিনীর শহীদ জওয়ানদের পরিবারের সদস্যদের হাতে স্মারক উপহার প্রদান করা হয় এবং শহীদদের স্মরণ করে তাঁদের পরিবারগুলোকে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া, বাহিনীতে কর্মরত জওয়ানদের আটজন মেধাবী সন্তান ও বাহিনীর সদর কার্য্যালয়ে অবস্থিত বীরতা বন্ধুতা বিদ্যালয়ের তিনজন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়।প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানে বাহিনীর সদস্যদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হয় এবং বাহিনীর প্রয়াত সদস্যদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

লেনিনের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী পালন, সিপিআইএম সদর দপ্তরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী আজ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে এই দিনটি উপলক্ষে রাজ্যের নানা প্রান্তে লেনিনের মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার মেলারমাঠস্থিত সিপিআই(এম) রাজ্য সদর দপ্তরে। সকালে দলের রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী লেনিনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। তাঁর সঙ্গে দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরাও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ উপলক্ষে সেমিনার ও আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়, যেখানে লেনিনের আদর্শ ও আজকের প্রেক্ষাপটে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা হয়।১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন রুশ বিপ্লবের পুরোধা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। তিনি ছিলেন রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, বলশেভিক বিপ্লবের নেতা এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান। সমাজতান্ত্রিক মার্কসবাদে বিশ্বাসী লেনিনের ভাবনা ও আদর্শ থেকে উৎসারিত দর্শনকে বিশ্ব চেনে ’লেনিনবাদ’ নামে।

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শোষণহীন ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনে লেনিনের আদর্শ আজও প্রাসঙ্গিক এবং প্রেরণাদায়ক। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ছড়িয়ে দিতে এই কর্মসূচিগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে দল।

সোনামুড়া থানার কালাপানিয়া গ্রামে উদ্ধার ১ হাজার ৯৭ কেজি গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ এপ্রিল।। সোনামুড়া থানা এলাকার কালাপানিয়া গ্রামে এক মাদক চক্রের আখড়া ধরা পড়েছে। পুলিশের অভিযানে একটি বাড়ির মাটির নিচে গাঁজার বিশাল ভাণ্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে, কালাপানিয়া গ্রামের বাসিন্দা জয়নাল আবদিনের বাড়ির মাটির নিচে বিশেষভাবে খোঁড়া ড্রামে রাখা ছিল গাঁজা। ওই ড্রাম থেকে উদ্ধার করা হয় মোট ১ হাজার ৯৭ কেজি গাঁজা।

পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সংবাদে সোনামুড়া থানা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এক যৌথ অভিযানে জয়নাল আবদিনের বাড়ি ঘিরে তল্লাশি শুরু করে। দীর্ঘ তল্লাশি শেষে মাটির নিচে খোঁড়া একটি ড্রামে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয়।গাঁজা বিক্রির উদ্দেশ্যে এই বিপুল পরিমাণ মাদক মজুত করা হয়েছিল বলে ধারণা করছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। জয়নাল আবদিনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।এ ঘটনায় স্থানীয় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ অভিযানে আরও কোন গাঁজা মজুত রয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

‘এক দেশ এক ভোট’ ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ জিতেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল : “এক দেশ এক ভোট” ইস্যুতে বিজেপি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় সরব হলেন বিরোধী দলনেতা ও সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, “আরএসএস ও বিজেপি দেশের জনগণের ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছে। সেই লক্ষ্যেই ‘এক দেশ এক ভোট’ আইন সংসদে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এই আইন সংসদে পাশ হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা নেই।” তিনি অভিযোগ করে বলেন, “এই আইনকে কেন্দ্র করে বিজেপি দেশব্যাপী ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী, একযোগে সব নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই ধারণা আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোর বিরোধী।”বিরোধী দলনেতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও কড়া প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিরোধী দল নাকি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়া। অথচ বাস্তব চিত্র হলো, উপনির্বাচনের প্রচার চলাকালীন বিরোধী দলের প্রচার কার্য্যক্রম নানা ভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। তাহলে অস্তিত্ব সংকটে আসলে কে? মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আগে সেটা বুঝুন।তিনি আরও বলেন, “”এক দেশ এক ভোট” আসলে একটি একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা। এই আইন কখনো কার্য্যকর করা সম্ভব হবে না। দেশবাসী বিজেপির এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।’

বিশালগড়ে মুখ থুবড়ে পড়লো ট্রাফিক ব্যবস্থা, যানজটে আটকে দু’টি অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ এপ্রিল : মঙ্গলবার দুপুরে বিশালগড়ের ২ নম্বর গেট হরিশনগর এলাকায় আগরতলা-সাব্রুম সড়কে ভয়াবহ যানজটের জেরে মুখ থুবড়ে পড়লো সিপাহীজলা জেলা ট্রাফিক ব্যবস্থা। দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে পড়ে দু’টি অ্যাম্বুলেন্স, যার একটিতে উদয়পুর থেকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে যাওয়ার পথে ছিলেন সংকটজনক রোগী।চোখের সামনে রোগী কাতরালেও দেখা মেলেনি ট্রাফিক পুলিশের। প্রত্যক্ষদর্শী ও চালকদের অভিযোগ, প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে গাড়িগুলি স্থির অবস্থায় ছিল, অথচ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। একাধিক চালক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “এই অবস্থায় যদি অ্যাম্বুলেন্সে রোগীর মৃত্যু হয়, তার দায় কে নেবে?”স্থানীয় বাসিন্দারাও অভিযোগের সুরে বলেন, নিয়মিতভাবেই এই এলাকায় যানজট তৈরি হয়, অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও স্থায়ী সমাধান গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাঁরা জানান, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে প্রতিনিয়ত শত শত গাড়ি চলাচল করে, কিন্তু পুলিশের নজরদারি প্রায় অনুপস্থিত। এই ঘটনা রাজ্য প্রশাসনের গাফিলতিরই প্রতিফলন বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থানীয়রা দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্য্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, নইলে ভবিষ্যতে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় নাবালিকা বিবাহ রোধে প্রশাসনের অভিযান, একাধিক নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ এপ্রিল।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে নাবালিকা বিবাহ। সারা রাজ্যের মধ্যে বাল্যবিবাহের হারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে দক্ষিণ জেলা, এমন অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন ও জন প্রতিনিধিরা বাল্যবিবাহ বন্ধে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেও তা এখনও পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হয়নি। গতকাল গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ডিসিএম তথা নোডাল অফিসার সঞ্জয় শীল, পুলিশ ও চাইল্ড লাইন সদস্যরা রাজনগরের শীল কলোনি এলাকায় একটি বৌভাত অনুষ্ঠানে হানা দেন এবং ১৫ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে। নাবালিকার বাড়ি অমরপুরের চেলাগাং এলাকায়।এছাড়াও, একই থানাধীন রাধানগরের একটি বাড়িতে নাবালিকার বিবাহের প্রস্তুতি চলছিল। সেখানে গিয়ে নাবালিকাকে না পেয়ে বাড়ির সদস্যদের কাউন্সিলিং করা হয়। গত এক সপ্তাহে বিলোনিয়া মহকুমা থেকে প্রশাসন ও চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ পাঁচটি বিবাহের প্রস্তুতি নেয়া নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে।

এছাড়াও রাজনগর এবং মতাই এলাকার বেশ কিছু দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ পলিথিন ব্যাগ ও প্যাকেটজাত মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। এসব দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং দোকান মালিকের বিরুদ্ধে ৩০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস আজ এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, প্রশাসনের এই ধরনের অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে। তিনি নাবালিকা বিবাহ রোধে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

খোয়াইয়ে কাউন্সিলারের বাড়িতে চুরি কাঠগড়ায় পুলিশ, চাঞ্চল্য শহরজুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই।। খোয়াই শহরে প্রকাশ্য দিনের আলোয় চুরির ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করেছে। সর্বশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী হলো খোয়াই পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রীতি মজুমদারের বাড়ি। স্থানীয়দের অভিযোগ, দিন-দুপুরে আনুমানিক ১টা থেকে ২টার মধ্যে চোরেরা কাউন্সিলারের বাড়িতে ঢুকে নগদ ৩৫ হাজার টাকা এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়।চুরির এই ঘটনায় পুরো শহরজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন যে, খোয়াই থানার পুলিশ মাদক ও জুয়ার মামলায় ব্যস্ত থাকার কারণে সাধারণ অপরাধ, বিশেষত চুরি, উপেক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। এক বাসিন্দা বলেন, ’যখন পুলিশ জানে চোরেরা দিনে দিনের আলোতে চ্যালেঞ্জ দিয়ে চুরি করছে, তখন নিশ্চুপ থাকা মানে তাদের প্রশ্রয় দেওয়া।’এদিকে, কাউন্সিলরের বাড়িতে চুরির ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণ মানুষের উদ্বেগ, ’যখন দুপুরবেলা রাস্তার পাশেই চুরি হয়, তখন রাতের বেলায় আমাদের নিরাপত্তা কোথায়?’এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন এখনও কোনো কার্য্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেনি, যার ফলে খোয়াই শহরের বাসিন্দারা ব্যাপকভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। চুরির ঘটনার দ্রুত তদন্ত এবং অপরাধ দমনে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে।

বিলোনিয়ায় আম্বেদকরের জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ এপ্রিল।। আজ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান শুরু হয় বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে। জেলা ওয়েলফেয়ার উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক মাইলা ফ্রু মগ, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রদীপ কুমার, জেলা ওয়েলফেয়ার আধিকারিক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী দ্বীপায়ন চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিরা।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগণ। জেলা ওয়েলফেয়ার আধিকারিকের স্বাগত ভাষণের পর শুরু হয় আলোচনা। অতিথিরা ডঃ বি আর আম্বেদকরের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন এবং তৎকালীন জাতপাত প্রথা সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরেন। তারা আম্বেদকরের অবদানের মাধ্যমে জাতপাতের প্রথা থেকে মুক্তির গুরুত্ব ও বর্তমান সময়ে জাতপাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

মহিলার চেইন ছিনতাইয়ের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল।। রাজ্যের রাজধানী সংলগ্ন সেকেরকোট দারোগাবাড়ি এলাকায় এক মহিলার ওপর সোনার চেইন ছিনতাইয়ের চেষ্টায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার রাতের এই ঘটনায় স্থানীয়দের তৎপরতায় ছিনতাইকারীর চেষ্টা ব্যর্থ হলেও এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

ভুক্তভোগী মহিলা সপ্না রুদ্র পাল জানান, তিনি বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় পেছন দিক থেকে একটি স্কুটিতে আসা এক যুবক তাঁর গলায় থাকা সোনার চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। হঠাৎ আক্রমণে হতবাক হয়ে যাওয়া সপ্নাদেবী উচ্চস্বরে চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে দুষ্কৃতীর পেছনে ধাওয়া করেন।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ছিনতাইকারী ঘটনাস্থলে স্কুটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ স্কুটিটি জব্দ করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দিনকে দিন ছিনতাই, চুরি, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়েই চলেছে। এসব অপরাধের পেছনে মাদকাসক্ত যুবকদের ভূমিকা রয়েছে বলেই মনে করছেন তাঁরা।

তাঁরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন, দ্রুত এই ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করতে হবে এবং এলাকায় পুলিশি টহল আরও জোরদার করতে হবে।

এই ঘটনার পর সেকেরকোটসহ আশপাশের এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।

বিরল প্রজাতির লজ্জাবতি বানর উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তির বাজার, ২২ এপ্রিল : বন ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ ও বনদস্যুদের তাণ্ডবের ফলে বনের প্রাণীরা আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে শহরাঞ্চলে। তারই এক প্রতিচ্ছবি দেখা গেল আজ শান্তির বাজারের উত্তরপাড়া এলাকায়, যেখানে উদ্ধার করা হয়েছে বিরল প্রজাতির লজ্জাবতি বানর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বানরটি জনবসতিপূর্ণ এলাকায় হঠাৎ করেই প্রবেশ করে। খবর পেয়ে বনদপ্তরকে জানানো হলেও যথাসময়ে উপস্থিত হয়নি বগাফা ফরেস্ট রেঞ্জের কর্মীরা। বনদপ্তরের এই গড়িমসি ভূমিকা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

অবশেষে এক পশু উদ্ধারকারী সংস্থার সদস্য বানরটিকে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করেন। তিনি জানান, মূল লক্ষ্য ছিল প্রাণীটি এবং এলাকাবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই যুবকের উদ্যোগকে ঘিরে প্রশংসার ঝড় উঠেছে এলাকাজুড়ে।

অন্যদিকে, বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একের পর এক অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বগাফা ফরেস্ট রেঞ্জের কর্মীরা চোরাই কাঠ ও অবৈধ বালু উত্তোলনের কারবারিদের কাছ থেকে মাসোহারা নিয়ে নির্বিঘ্নে তাদের কার্যকলাপ চালাতে দিচ্ছে। বনদপ্তরের কিছু কর্মী ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগও প্রকাশ্যে এসেছে।

বিশেষ করে, বন রক্ষা ও প্রাণী সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা নির্বিকার ভূমিকা পালন করছেন বলেই দাবি এলাকাবাসীর। এমনকি বনদপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

উত্তরপাড়ায় বিরল প্রজাতির বানর উদ্ধারের ঘটনায় বনদপ্তরের নিষ্ক্রিয়তা আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছে, এই অঞ্চলে বন ও বন্যপ্রাণীরা নিরাপদ নয়। এখন দেখার বিষয়, বনদপ্তর কবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় কী পদক্ষেপ নেয়।

বিশ্ব ধরিত্রী দিবসে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল : মঙ্গলবার বিশ্ব ধরিত্রী দিবস উপলক্ষে রাজ্য আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আগরতলার বলদাখাল স্কুল প্রাঙ্গণে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বায়ুমণ্ডল ক্রমাগত দূষিত হয়ে পড়ছে, পৃথিবীর পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে এই প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠানে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের আইনজীবী ভবতোষ দেবনাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম চম্পামুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝুমুর দেবনাথ, লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির আধিকারিক মিত্র বিজয়কৃষ্ণ দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সচেতনতা শিবিরের পাশাপাশি এদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকে পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান ভবতোষ দেবনাথ।তিনি বলেন, “পৃথিবী আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। এই ধরিত্রীকে বাঁচাতে হলে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। বায়ুদূষণ রোধে সচেতনতা এবং পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।”

বিশ্ব ধরিত্রী দিবসে এই ধরনের উদ্যোগ আগরতলা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিবেশ-সচেতনতার বীজ বপন করল বলে মত শিক্ষাবিদদের।

বিশ্ব প্রাণী দিবসে লালছড়িতে গো-স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২২ এপ্রিল: বিশ্ব প্রাণী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা ভেটেরিনারি কাউন্সিল এবং ত্রিপুরা ভেটেরিনারি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার সুরমা বিধানসভার লালছড়ি গ্রামে এক বিশেষ গো-স্বাস্থ্য শিবির ও ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সুরমা বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল। উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা পরিষদের সদস্য সন্তোষ কুমার দাস, ত্রিপুরা ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সভাপতি ড. সিন্টু দেববর্মা, ধলাই জেলার ভেটেরিনারি ডেপুটি ডিরেক্টর লোকেশ দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষ আহির সহ হালহুলী ও মরাছড়া পঞ্চায়েতের প্রধানরা।

এই শিবিরে ১২১টি বিভিন্ন প্রজাতির গাভী নিয়ে আসেন এলাকার গোপালকেরা। তাদেরকে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক ভ্যাকসিন প্রদান ও চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়।

বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, “প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর গ্রামাঞ্চলের গবাদি পশুদের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখানকার দুধ গুণমানের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য, যা গোমতী হয়ে এনজিও মারফত বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়।”

সভাপতি ড. সিন্টু দেববর্মা জানান, “বিশ্ব প্রাণী দিবস উপলক্ষে আমরা রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একাধিক শিবির ও র‍্যালির আয়োজন করছি। প্রাণীর স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে টিম ওয়ার্ক অত্যন্ত জরুরি।”

উল্লেখযোগ্য, এদিনের শিবিরে প্রাণীচিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি সচেতনতামূলক আলোচনা, গবাদি পশুর যত্ন এবং পুষ্টি বিষয়ক দিকনির্দেশনাও দেওয়া হয়। শিবির ঘিরে গোপালকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

“সংবিধান বাঁচাও অভিযান”

রাজ্যে জোরদার পালনের উদ্যোগ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ এপ্রিল : জাতীয় কর্মসূচি “সংবিধান বাঁচাও অভিযান”-এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আজ আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত হলো ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। বৈঠকে পৌরহিত্য করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী আশীষ কুমার সাহা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শ্রী সুদীপ রায় বর্মন, প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় সহ প্রদেশ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সদস্য এবং বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা। বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জানান, আগামী দেড় মাসব্যাপী “সংবিধান বাঁচাও অভিযান” রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও ব্লক স্তরে জোরদারভাবে পালন করা হবে। পাশাপাশি আগামী এক বছরব্যাপী “ঘর ঘর অভিযান” কর্মসূচির রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান।আশীষ কুমার সাহা আরও বলেন, জাতিগত জনগণনা শেষে সংরক্ষণ নীতির প্রশ্নে কংগ্রেস দল জাতীয় পর্য্যায়ে আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, এবং রাজ্যেও তা সংগঠিতভাবে পালন করা হবে। পাশাপাশি, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন তিনি। তিনি জানান, এই ইস্যুতে কংগ্রেস রাজ্যজুড়েও প্রকাশ্য আন্দোলনের পথে হাঁটবে।

বৈঠকে কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা আগামী কর্মসূচির রূপরেখা ও বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নেতৃত্বরা জানান, রাজ্যের প্রতিটি স্তরে কংগ্রেসের আন্দোলন আরও জোরালো ও জনমুখী হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas